উ—যাঁহারা বেহালা ও বীণা বাদন করেন।

প্র—কোন্ চিত্রকরকে আপনি প্রশংসা করেন?

উ—সকল চিত্রকরকে।

প্র—কিরূপ সৌন্দর্য্য আপনার নিকট সুন্দর?

উ—অঙ্গসৌষ্ঠবজনিত সৌন্দর্য্য ও সৌজন্যের সৌন্দর্য্য।

প্র—কোন্ পার্থিব রত্ন আপনার প্রিয়?

উ—হীরক।

প্র—প্রকৃতির কোন্ বস্তু আপনার মনকে অত্যন্ত সুখী করে?

উ—অভ্রভেদী পর্ব্বত।

প্র—দিবসের কোন্ সময় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল?

উ—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়।

প্র—কোন্ সুগন্ধে আপনি প্রফুল্লিত হয়েন?

উ—মল্লিকাফুলের সুগন্ধে।

প্র—কোন্ বর্ণ আপনার চক্ষে বড় সুন্দর?

উ—শ্বেতবর্ণ।

প্র—কোন্ ঋতু আপনার অত্যন্ত ভাল লাগে?

উ—বসন্ত।

প্র—কোন ফুল?

উ—গোলাপ।

তুরস্কীয় প্রবাদ বাক্য।

কোন দেশের লোকদিগের মানসিক অবস্থা জানিবার সহজ উপায় সেই দেশের প্রচলিত প্রবাদ বাক্য গুলি অবগত হওয়া। আমরা অদ্য তুরস্ক জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রবাদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ জাতির মানসিক উন্নতির কথঞ্চিৎ আভাস দিব।

তুরস্ক জাতি মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি সরল অথচ গভীর বিশ্বাস দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের কতকগুলি প্রবাদ বাক্য এই স্থলে প্রদান করা যাইতেছে ;—

(১) ঈশ্বর দয়াময়। দয়ার কূপ অতি গভীর।

(২) মানুষ যতটুকু সহ্য করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার অধিক কষ্ট বা সুখ প্রদান করেন না।

(৩) যে ঈশ্বরের পদানত হয়, সে কখন নিরাশ্রয় হয় না।

(৪) ঈশ্বর-যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকেও তিনি দুঃখ দেন।

(৫) ঈশ্বর মানব হৃদয়ের পবিত্র আশা পূর্ণ করেন, কিন্তু বিলম্বে।

(৬) ঈশ্বর দান করিবার সময় পদ গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করেন না।

(৭) ঈশ্বর যাহার সম্বন্ধে একটী দ্বার বন্ধ করেন, তাহার সম্মুখে আর সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেন।

তুরস্ক জাতি গভীররূপে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলেও অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। দুই চারিটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) মানুষ যদি তাহার অদৃষ্ট খুঁজিয়া না লয়, তাহার অদৃষ্ট তাহাকে যেমন করিয়া হউক খুঁজিয়া লইবে।

(২) যাহা ঘটিবে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। কাহারও বলে তাহা অতিক্রম করা যাইবেক না।

(৩) পৃথিবী একটী চক্র, যত চেষ্টা করি না কেন, সে চক্রের পেষণী হইতে নিস্তার নাই।

(৪) এমনি অদৃষ্টের দোষ যে কত লোক সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া পরে নদীতে ডুবিয়া মরিতেছে।

মানুষের নানা সদ্‌গুণের প্রতি তুরস্ক জাতির বিশেষ শ্রদ্ধা দেখা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রবাদ বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে :—

(১) যে প্রকৃত মানুষ, সে কখনও দুইবার ভুল করে না।

(২) যে দোষ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই মানুষ।

(৩) যে প্রকৃত মানুষ তাহাকে ভৎর্সনা করিতে হয় না। তীব্র দৃষ্টিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

(৪) যে অল্পভাষী, সেই সুভাষী হইতে পারে।

(৫) যাহারা মরিয়াছে, তাহাদিগের জন্য ক্রন্দন করিও না; মূর্খদিগের জন্য অশ্রুপাত কর।

(৬) যে প্রকৃত মানুষ, সে প্রস্তরের মধ্য হইতে রুটী সংগ্রহ করিতে পারে অর্থাৎ অসার বস্তুর ভিতর হইতেও সার বস্তু লাভ করিতে পারে।

তুরস্কদিগের মধ্যে বিবেক বৃত্তির প্রতি সম্মাননা দেখা যায়। তাহাদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। তাহারা সর্ব্বদাই বলে ;—"বিবেক অর্দ্ধেক ধর্ম্ম।"

তুরস্কদিগের মধ্যে নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম ভাব অনেক দেখা যায়। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ বাক্য এই— "সৎকার্য্য করিয়া তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ কর—মৎস্যগণ তাহার বিষয় না বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যিনি স্রষ্টা, তিনি তাহা দেখিবেন ও বুঝিবেন।"

তুরস্কদিগের মধ্যে দয়ার ভাবের অভাব নাই। দুঃখী দরিদ্রের প্রতি তাহারা খুব দয়ালু। এ সম্বন্ধে তাহাদিগের মনের ভাব প্রকাশক অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত দেখা যায়।

দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা দিগের জীবিকার উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিম্নলিখিত কার্য্যসকল সমিতির সাহায্যে ব্যতিরেকে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু বিক্রয় জন্য পুরুষের সাহায্য আবশ্যক।

১। নানা প্রকার আচার প্রস্তুত— পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা, আম্র, লেবু, ওল, বেগুণ, শিম, জলপাই, করমচা, নোড়, আমলকী, হরীতকী, শতমূল, বেল, নানা প্রকার তরকারী প্রভৃতি দ্রব্যের আচার প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেয়, এবং কলিকাতা হইতে রেঙ্গুণ, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে নানাপ্রকার জ্যাম, জেলি, পিক্‌ল (pickle) প্রভৃতি পাঠাইয়া দেয়। এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা বিস্তর টাকা লাভ করিয়া থাকে। কলিকাতার বড়বাজারে ঐসকল আচার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। কলিকাতার অধিবাসীরা এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা যাঁহারা কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহারা অতি উপাদেয় জ্ঞানে তাহা ক্রয় করিয়া প্রতি দিবস ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই আচার বিক্রয়ে বিলক্ষণ লাভের সম্ভাবনা। যে দ্রব্য যখন যেখানে পাওয়া যায়, সেই স্থানের স্ত্রীলোকগণ যদি সেই সময়ে সেই দ্রব্যের আচার প্রস্তুত করেন, তাহাহইলে অতি অল্প ব্যয়ে ইহা প্রস্তুত হইতে পারে। পরে কলিকাতায় বিক্রয়ের সুবিধা করিতে পারিলেই হইল।

২। ফল ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহার চারা বিক্রয়—আজ কাল আমাদের দেশের লোকের রুচি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুষ্প ও পুষ্প বৃক্ষের প্রতি তাহাদের অনুরাগ ও আদর অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। মফস্বলে একটী ছোট বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানা প্রকার ফুলের গাছ রোপণ করিয়া চারা প্রস্তুত করিলে এবং সেই চারা বিক্রয় করিলে তাহা দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করা যায়। মনে করুন এক প্রকার একটী গাছের মূল্য চারি আনা। সেই গাছ ক্রয় করিয়া এক বৎসর পরে তাহার ডাল কাটিয়া চারা প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক গাছে হয়ত ৫।৬ টা চারা প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ নানা প্রকার মূল্যের নানাবিধ গাছ আছে। তাহাদের সকলেরই এইরূপে চারা হয়। তাহা ব্যতীত ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার চারা বিক্রয় করিলে আরও বেশ লাভ হইতে পারে—যেমন নারিকেল, সুপারি, লেবু, জাম, বিলাতি আমড়া, নারিকেলী কুল, জামরুল, লেবু, আম্র ইত্যাদি। এত প্রকার ফুল ও সুন্দর পাতার গাছ আছে, যাহা রীতিমত

যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। ইহা শিক্ষা করিতে হইলে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব পাঠ করিতে হয় না, নিজের বহুদর্শিতায় অনেক শিক্ষা করা যায়। কোন্ বৃক্ষ কোন্ সময়ে সতেজ থাকে, মাটীর মধ্যে কি কি দ্রব্য মিশ্রিত করিলে ইহার তেজ বৃদ্ধি হয়, এইগুলি জানা আবশ্যক। এই কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে একটী উদ্যান প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্থান যদি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে এই বাগানের ফুলসকল কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলে বেশ মূল্যে বিক্রয় হয়। বেল, চাঁপা, গোলাপ, টগর, জুঁই, মল্লিকা, গাঁদা প্রভৃতি ফুল সকল বেশ দরে বিক্রয় হয়। এই কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে কিছু সময় ও অর্থ আবশ্যক। ইহাতে অনুরাগ বৃদ্ধি হইলে ইহা দ্বারা আরও লাভ হইতে পারে। একটী ভৃত্য রাখিয়া তাহা দ্বারা নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিলে অনেক বিক্রয় হয় এবং তাহা দ্বারা বিস্তর লাভও হয়। যে সময়ে যে তরকারী জন্মে, সেই সময়ে সেই গাছ রোপণ করিতে হইবে। সকল সময়ে কোন না কোন প্রকার তরকারী প্রস্তুত হইলে সহজে বিক্রয়েরও সুবিধা হইবে।

৩। চেরায় দড়িকাটা—যাহারা তাঁতে চট প্রস্তুত করে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত চেরার দড়ি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। তাহা ব্যতীত গৃহাদি প্রস্তুত প্রভৃতি নানা সাংসারিক কার্য্যেও দড়ী আবশ্যক হয়। পাট কিনিয়া চেরায় দড়ী কাটিয়া সেই দড়ী বিক্রয় করিলে লাভ হয়।

৪। বালক বালিকাদিগের ক্রীড়ার উপযোগী মাটীর পুতুল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রং দিয়া বিক্রয় করিলে লাভ হয়। এই সকল দ্রব্য মেলা প্রভৃতিতে বেশ বিক্রয় হইতে পারে। মেলা প্রভৃতিতে সুরঞ্জিত হাঁড়ী বিক্রয় হইতে দেখা যায়। অল্প মূল্যে হাঁড়ী ক্রয় করিয়া সুন্দররূপে তাহা চিত্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে।

৫। সুতা দ্বারা ঘুনুসি, কার, বাঁকড়ী (দেশী লেস্) এবং দড়ী দ্বারা শিকা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলেও অনাথা স্ত্রীলোকগণ জীবনোপায় উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন।

৬। বেণের দোকানে কাগজের ঠোঙ্গা বিক্রয় হয় অর্থাৎ বেণেরা মসলা বিক্রয় করিবার জন্য কাগজের ঠোঙ্গা ক্রয় করে। অল্প মূল্যে অনাবশ্যক পুরাতন সংবাদ পত্র ক্রয় করিয়া তাহা দ্বারা ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিলে বিক্রয় হইতে পারে। বেণের দোকানে যে সকল ঠোঙ্গা ব্যবহৃত হয়, সেই সকল ঠোঙ্গার এক একটী নমুনা আনাইয়া সেই মাপে অনায়াসে প্রস্তুত করা যায়।

প্রস্তুত করিতে কেবলমাত্র একটু ময়দার বা গঁদের আটা আবশ্যক। ইহাতে বেশ লাভ হয়।

৭। খ্যাংরা প্রস্তুত—পল্লীগ্রামে অনেক নারিকেল পাতা পাওয়া যায়। তথায় ঐ সকল পাতার মূল্য যৎসামান্য। বিধবা স্ত্রীলোকগণ যদি ঐ সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া এবং সেই সকল পাতা চাঁচিয়া ঝাঁটার কাটী প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে তাহাতে অনেক লাভ হয়। কলিকাতায় ঐ সকল কাটী অনেক মূল্যে ওজন দরে বিক্রয় হয়।

৮। পাখা প্রস্তুত—কলিকাতার বাজারে যে সকল সুরঞ্জিত ঝালর দেওয়া পাখা বিক্রয় হয়, তাহা বাজারের সামান্য পাখায় রং করিয়া এবং ঝালর দিয়া বিক্রয় করে। তাহার প্রত্যেক খানির মূল্য দুই পয়সা। সাদা পাখা এক কুড়ির মূল্য ৶০ কিম্বা ৶১০ আনা। তাহাতে রং করিতে ও ঝালর দিতে পরিশ্রম বাদে বোধ হয় দুই আনা খরচ পড়ে। তাহা হইলে প্রত্যেক কুড়িতে সর্ব্বশুদ্ধ।/০ পাঁচ আনা অথবা সাড়ে পাঁচ আনা খরচ পড়িল। দুই পয়সা করিয়া প্রত্যেক খানি বিক্রয় করিলে এক কুড়িতে ৷৵০ দশ আনা হয়। ইহা হইতে বিক্রয়কারীর পারিশ্রমিক (কমিশন) এক আনা কি দেড় আনা বাদ দিলে আড়াই আনা কি তিন আনা লাভ রহিল। একজন স্ত্রীলোক প্রতিদিন অনায়াসে এককুড়ি পাখা প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহাতে মাসে ৫.৬ টাকা হইতে পারে।

এই কার্য্য সম্পন্ন করাও খুব সহজ। প্রথমে পুরাতন কাপড় গুলিকে সাজি মাটী অথবা সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কাররূপে কাচিতে হইবে। তাহার পর সেই গুলিতে নানা প্রকার রং করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। ঐ রং করা কাপড়ের কিয়দংশ সরু করিয়া চিরিয়া পাখার মুখে সেলাই করিয়া দিতে হইবে। তারপর ঐ কাপড় আন্দাজ ৮ অঙ্গুলি চওড়া করিয়া চিরিয়া তাহাকে দুই ভাঁজ করিয়া ঐ পাখার চতুর্দ্দিকে ঝালরের আকারে সেলাই করিয়া দিবে। পরে একটী তুলি দিয়া পাখার মাঝে মাঝে ২।৪ স্থানে সুন্দর রূপে রং লাগাইয়া দিলে দেখিতে বেশ হইবে।

৯। পাপোষ প্রস্তুত—নারিকেলের ছোবড়া হইতে তাহার সুতার ন্যায় অংশ (আঁশ) গুলি পৃথক করিয়া লইয়া তাহাহইতে অতি সহজে পাপোষ প্রস্তুত করা যায়। ইহাও বিলক্ষণ লাভ-জনক।

১০। যে যে স্থানের লোকেরা কাঁসার খল ও পিত্তলের বালা প্রস্তুত করে, সেই সেই স্থানের স্ত্রীলোকেরা উখা দ্বারা ঐ খল ও বালা ঘষিয়া মসৃণ করে। ইহা দ্বারা তাহারা বেশ উপার্জ্জন করে।

১১। অনেক স্থলে স্বর্ণকারেরা হার

প্রস্তুতের জন্য তার তৈয়ার করিয়া আপনারা হার বুনিয়া থাকে। যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ হার বুনিবার কৌশল শিক্ষা করেন, তাহা হইলে হার বুনিয়া স্বর্ণকারগণের নিকট হইতে বেশ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

১২। স্বর্ণকারেরা সোণা রূপা গলাইবার জন্য এবং কাঁসারিরা কাঁসা ও পিত্তল গলাইবার নিমিত্ত একপ্রকার মাটীর পাত্র ব্যবহার করে, তাহাকে মুচি বলে। তাহারা সচরাচর অপর লোককে পারিশ্রমিক দিয়া ঐ মুচি প্রস্তুত করায়। যদি স্ত্রীলোকেরা ঐ প্রকার মুচি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে স্বর্ণকার প্রভৃতিকে বিক্রয় করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন।

১৩। আল্‌তা প্রস্তুত—আল্‌তা প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীলোকগণ অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। আল্‌তা প্রস্তুতির প্রক্রিয়া অতি সহজ। তুলা পিঁজিয়া তাহাতে লাক্ষার রং মাখাইয়া আল্‌তা প্রস্তুত হয়।

১৪। সূচী কর্ম্ম—সূচীকর্ম্ম করিয়া স্ত্রীলোকগণ অনেক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সূচীকর্ম্ম নানা প্রকার আছে। প্রকার ভেদে পারিশ্রমিকেরও ভেদাভেদ হইয়া থাকে।

(ক) সেলাই—সামান্য সেলাই শিক্ষা করিয়া তাহা দ্বারা ছোট ছোট ছেলেদের জন্য জামা, ইজের, স্ত্রীলোকদিগের জন্য কামিজ, জ্যাকেট প্রস্তুত করিতে পারেন। কাপড় কিনিয়া তাহাতে বালিসের খোল, ও মশারি, প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন।

(খ) লংক্লথ কিনিয়া তাহাকে রুমালের আকারে কাটিয়া তাহার চারিধার সেলাই করিয়া রুমাল প্রস্তুত করিলে বেশ বিক্রয় হয়।

(গ) পশমের কাজ—পশমের মোজা, টুপী, কম্ফর্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা যায়। কিন্তু আজ কাল সকল গৃহে এই সকল প্রস্তুত হওয়ায় উহার বিক্রয়ের তেমন সুবিধা নাই।

(ঘ) পশমকে চিরুণী দ্বারা আঁচড়াইয়া তাহাদ্বারা সুন্দর কৃত্রিম ফল ও ফুল প্রস্তুত হয়, সে গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। ঐ সকল ফল ও ফুলের সাজী প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে অনেক লাভ হয়। একটী সাজী প্রস্তুত করিতে চৌদ্দ আনার পশম লাগে এবং সাংসারিক কার্য্যবাদে এক সপ্তাহে পরিশ্রম করিলে উহা প্রস্তুত হয়। কিন্তু এক একটী সাজী ২৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে।

(ঙ) ক্রোশেট ছুঁচের দ্বারা পূর্ণবয়স্ক পুরুষদিগের জন্য শীতকালের ব্যবহার উপযোগী বেশ টুপী প্রস্তুত হয়। ইহাতে খরচ কম এবং বিক্রয় করিলে অধিক মূল্যও পাওয়া যায়।

(চ) কার্ড—চাঁদনীর বাজারে এক প্রকার ছিদ্র বিশিষ্ট কাগজ পাওয়া

যায়, ইংরাজিতে উহাকে Perforated card বলে। রেসম দ্বারা ঐ কার্ডে নানারূপ অক্ষরে সুন্দর সুন্দর শাস্ত্রীয় বচন ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে রেসমের লতা পাতা ও ফুল দিয়া সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায় এবং তাহাকে ছবির ন্যায় কাচের মধ্যে রাখিয়া গৃহে টাঙ্গাইয়া দিলে অতি সুন্দর দেখায়। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এত সহজ যে একজন স্ত্রীলোক ঐ প্রকারের একখানা কার্ড দেখিলেই কি প্রকারে বোনা যাইবে, বুঝিতে পারিবেন। এই সকল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভ হয়।

(ছ) চাঁদনীর বাজারে এক প্রকার কাগজ পাওয়া যায়; উহা পাতলা, উহার বিস্তার ২॥ ইঞ্চি পরিমাণ এবং উহা লম্বে প্রায় ১৫।১৬ গজ। উহাতে লাল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণে নানা প্রকার লতা পাতা অঙ্কিত থাকে। বস্ত্রে শাড়ীর পাড় ও টুপীর ফুল (যে সকল টুপীতে রেসমের ফুল থাকে) উহা দ্বারা প্রস্তুত হয়। যে কাপড় কিম্বা কিতায় ঐরূপ রেসমের ফুল অথবা লতা পাতা তুলিবার ইচ্ছা হইবে, তাহার উপর ঐ কাগজ রাখিয়া গরম ইস্ত্রি (দরজিরা যে ইস্ত্রি ব্যবহার করে) ঘসিলেই কাগজের সেই দাগ সকল ঐ কাপড়ে লাগিয়া যায়৷ তাহার পর ঐ ফুল ও লতা পাতার যেখানে যে প্রকার রং আবশ্যক, সেই স্থানে সেই প্রকার বর্ণের রেসম দিয়া বুনিলেই হইবে। ঐ ফুল বোনাতে বিশেষ কোন কৌশল কিছুই নাই, কেবল ছুঁচ দিয়া দাগে দাগে সেলাই করিলেই হইল। যাঁহারা কার্পেটের জুতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা অতি সহজ। কোন কোন স্থলে কিরূপ রং পড়িবে ইহা জানা আবশ্যক। কয়েক প্রকারের শাড়ীর পাড়ের নমুনা ও ঐ টুপীর ফুলের নমুনা (যাহা কাগজে থাকে) আনাইলেই হইল। ইহাতে লাভ বিলক্ষণ আছে এবং ইহা শিক্ষা করিলে আমাদিগের জাতির একটী উন্নতি সাধিত হয়। চাঁদনীর কয়েকটী দোকানে ঐ প্রকারের নানা প্রকার প্যাটানের কাজ, ছুঁচ, রেশম ও অন্যান্য অনেক আবশ্যক দ্রব্য যাহা ঐ কার্য্যের জন্য আবশ্যক হয়, তাহা পাওয়া যায়। টুপীর যে অংশ মস্তকের উপর থাকে, তাহারও কাগজ ঐ সকল দোকানে পাওয়া যায়।

ধাত্রীবিদ্যা—মেডিকেল কলেজে স্ত্রীলোকদিগকে প্রতি বৎসর ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থিনীগণের এক বৎসর পরে পরীক্ষা হয়। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারা ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। যাঁহারা ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের বেশী লেখা পড়ার আবশ্যক নাই। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অনেকে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন।

চিকিৎসা বিদ্যা—সম্প্রতি কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী শ্রেণী খোলা হইতেছে। এই শ্রেণীতে প্রবেশার্থিনী গণের অতি যৎসামান্য লেখা পড়া জানিলেই চলিতে পারে। প্রবেশের পূর্ব্বে একটী পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সেই প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবেশার্থিনীগণের প্রথম ১০ জন মাসিক ৭৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন এবং বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিবেন। তাঁহাদিগকে ৩ বৎসর শিক্ষা করিতে হইবে। এই নিয়ম অত্যন্ত আশাজনক। কলিকাতার মেডিকেল কলেজেও স্ত্রীলোকেরা শিক্ষা করিতেছেন কিন্তু তথায় প্রবেশ করিতে হইলে অধিক লেখা পড়া জানা আবশ্যক। ইংরাজী ভাল না জানিলে চলিবে না। আপাততঃ স্ত্রীচিকিৎসকের আবশ্যক হইয়াছে। যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ কিছু কিছু বাঙ্গালা ও সামান্যরূপ গণিত শিক্ষা করিয়া এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহাহইলে তাঁহাদের দ্বারা দেশের একটী প্রকৃত অভাব মোচন হয় এবং তাঁহারাও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে পারেন।

সংগ্রাম।

রিপু অত্যাচার আর সহিব না,
অনেক সয়েছি প্রহার-যাতনা!
করিয়াছি পণ করিব নিধন
কাম ক্রোধ আদি রিপু ছয়জন।
তুমুল সংগ্রাম বাধাইব আজ,
জাগরে মানস লও রণসাজ।
সত্যের কবচে আচ্ছাদি শরীরে
'ব্রহ্মাস্ত্র' পুরিয়ে সাধন-তূণীরে,
সারথি কররে বিশ্বাস অটল,
দিব্য-রথে চড়ি যোঝ অবিরল,—
অতুল বিক্রমে বিনাশ অরি!

দেখ যেন কভু অতর্কিত ভাবে—
এসে রিপুগণ বিকৃত স্বভাবে,
পাতি মায়াজাল না ভুলায় মন;
সতর্ক থাকিবে সদা অনুক্ষণ।
জ্ঞান আঁখি যার খোলে একবার,
রিপুর চাতুরী-ছলনা, তাহার
কি করিতে পারে? মোহের আঁধারে—
বিশ্বাস আলোকে নাশে একেবারে;
সংশয় তিমির রহেনা আর!
'ব্রহ্মমন্ত্রে যার হইয়াছে দীক্ষা,'
সে কি করে কভু সময় প্রতীক্ষা?

ক্রীতদাস নহে সে কখন,
ছিঁড়িয়াছে মায়া-মোহের বন্ধন!
ধন জন সব অনিত্য অসার,—
জানিয়াছে ভবে বিভুপদ সার!
ব্রহ্ম বলে বলী ওই নাম বলি
আয়ত্ত করেছে ইন্দ্রিয় সকলি—
লয়েছে আশ্রয় চরণে তাঁর।
জিতেন্দ্রিয় এবে করি পরাজয়—
রিপু ছয়জন।—অনন্ত অক্ষয়
সুখ অধিকারী হয়েছে সাধনে,
পূর্ণ মনস্কাম পিতার ভবনে!
নাই শত্রু আর—সকলে তাহার
অনুগত দাস;—আনন্দ অপার!
শত্রু হয়ে মিত্র সাধিছে মঙ্গল!
লভিয়াছে মোক্ষ—চতুর্বর্গ ফল।
বাসনা বিরতি—ব্রহ্মে সদা রতি
সদাশয় সাধু—মধুর প্রকৃতি!—
মোহিত সকলে স্বভাব গুণে!
ধরাধামে থাকি ক'রে স্বর্গবাস,
পূর্ণ প্রেমশশী হৃদয়ে বিকাশ!
ঢলিছে অন্তরে বিমল কিরণ
তৃষিত পরাণে—সুধা বরিষণ!
উথলিছে তার সুখ পারাবার,
নিরখি সে সুখ আনন্দ অপার!
বাসনার তৃপ্তি—নিবৃত্তি সাধন
করিয়াছে তাই সার্থক জীবন
সিদ্ধকাম ভবে, পরমার্থ জ্ঞান
উদয় মানসে—করিতেছে ধ্যান,—
আরাধ্য দেবতা ঈশ্বর তাঁর।

স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

স্ত্রী জাতির পক্ষে পালনীয় ব্রত স্বরূপ যে যে কার্য্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে রুচি অনুসারে অনেক মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যাহা স্ত্রী জাতির পালনীয় ব্রত স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপতঃ বিবৃত করা হইল, যদি ইহাতে একটী রমণীও উপকৃতা হন, তবে আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হইবে।

১। নারী ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইবেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বরের পবিত্র নামে উৎসর্গ হইবে। তিনি স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া জগতের প্রতি সোপানে পাদ ক্ষেপণ করিবেন। শোক রোগ ও বিপদ-জড়িত সংসারে ঈশ্বরের নামই তাঁহার সুখ ও শান্তিপ্রদ হইবেক। ধর্ম্মভাবই তাঁহার জীবনের প্রধান পালনীয় ব্রত হইবেক।

২য়। পরোপকার রমণীর পালনীয় ব্রত। পরোপকারের জন্যে বীর রমণী পান্না নিজের হৃদয়-রত্ন স্নেহের পুত্তলী পুত্রকে হত্যা করিতে দেখিয়াছিলেন, বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর খড়্গাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, রমণীকুল এই রূপ কত শত অমানুষিক কার্য্য করিয়াছেন! অতএব পরোপকারের জন্যে

রমণী সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিবেন। শোকী রোগী পাপী তাপী দরিদ্র মূর্খ প্রভৃতির সান্ত্বনার জন্যে তাঁহাকে বদ্ধাঞ্জলি থাকিতে হইবে। সকল প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ঈশ্বরের কার্য্য বিবেচনায় কেবল দয়া প্রবৃত্তির উত্তেজনায় পরোপকারে নিরতা হইবেন।

৩য়। রমণীর হৃদয় দয়ার আধার স্বরূপ হইবেক। কেবল মনুষ্য নহে, গৃহপালিত পশু পক্ষীরাও তাঁহার দয়া স্রোতে স্নাত হইবেক। অবস্থানুসারে তিনি সাধারণের অভাব দূর করিতে যত্ন করিবেন। দয়াশীলা দরিদ্র রমণী দত্ত একটি পয়সার যে মূল্য, অনেকের শত মুদ্রাতেও সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ।

৪র্থ। ঐশিক নিয়মে মাতৃ অবস্থা রমণীর অলঙ্ঘনীয়। অতএব মাতা শিশুকে "সুসন্তান" করিতে যত্নবতী থাকিবেন। শিশুর শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি যাহাতে সুমার্জ্জিত হয়; তাঁহার সন্তান যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের জগতের কল্যাণকারক হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাতা সন্তান প্রতিপালন করিবেন। তিনি শিশুর চরিত্র সংগঠনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট দায়ী, অতএব সন্তান সুপালন করা মাতার কর্ত্তব্যের এক মহা পালনীয় ব্রত।

৫। নারী হিতৈষিতা—নারী জাতির অভাব ও তন্মোচনের উপায় প্রভৃতি রমণী যেরূপ বুঝিতে পারেন, অনেক স্থলে পুরুষ তাহা পারেন না, এবং বুঝিলেও অনেকের সাধ্যাতীত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ভগ্নীদিগের অভাব দূর করা ও তাঁহাদের উন্নতি বিষয়ে যত্নবতী হওয়া রমণীর অবশ্য পালনীয় ব্রত।

৬ষ্ঠ। সতীত্ব—যে গুণ রমণীর শিরোভূষণ, যাহা থাকিলে রমণী "দেবী" রূপে আদৃতা হন, তাহাই সতীত্ব। শুদ্ধ পতিপরায়ণা রমণীকে আমরা 'সতী' এই স্বর্গীয় আখ্যা দিতে প্রস্তুত নহি। ধর্ম্মভাব, লজ্জা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, পতি পরায়ণতা, প্রেম, পরসেবা ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি গুণের সমবায়ে সতীত্ব গঠিত। যিনি ইহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, তিনিই নরজগতে দেবী। তাঁহার মনে স্বপ্নেও পাপের ছায়া প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহার পবিত্র মুখের জ্যোতিঃ দর্শনে মহা পাপীর মনও মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হয়। সাধ্বী রমণী উজ্জ্বলতম রত্ন! তাঁহার হৃদয় স্বর্গের সোপান, তাঁহার সংসার পুণ্যক্ষেত্র! তাঁহার সাহচর্য্যে মলিন-চেতা স্বামী, অনুদার আত্মীয় স্বজন ও মূর্খ পাপিষ্ঠ দাস দাসীরাও পবিত্র, উন্নত ও মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত হয়। এই সতীত্ব ধর্ম্মই স্ত্রী জাতির চির পালনীয় ব্রত।

৭। গৃহধর্ম্ম—রাজা যেরূপ রাজ্যের প্রাণ স্বরূপ, গৃহিণীও সেইরূপ গৃহের প্রাণ স্বরূপ। গৃহিণী গৃহধর্ম্মে সুনিপুণা হইলে সে গৃহ "আনন্দ ধাম" রূপে পরি-

গত হয়। অতএব গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা সংসারের আয় ব্যয় স্থিতি পরিদর্শন পূর্ব্বক গৃহস্থের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি প্রতি গুরুজনের সেবা পরায়ণা দুহিতা, প্রতি বয়স্থার শুভাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী, স্বামীর প্রকৃত বন্ধু এবং দাস দাসীর স্নেহময়ী মাতা স্বরূপা হইবেন। তাঁহার সদৃষ্টান্তে তাঁহার কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতিও গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষা পাইবেন। গৃহধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষা করা স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত স্বরূপ হইবেক।

আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিবার সময়ে আর একটী বিষয় বলি, আত্মোন্নতি সকল অবস্থায় সকলেরই গ্রহণীয়, অতএব যাহাতে নিজের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, তাহাতে সকল রমণীই যত্নবতী হইবেন।

চূণার দুর্গ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সহযোগে পশ্চিম প্রদেশে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে প্রায় সার্দ্ধ চারিশত মাইল অন্তরে চুণার নামে একটী প্রাচীন নগর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত এবং তদ্দেশীয় মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অধিকারভুক্ত। চুণারে একটি সুন্দর রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, এই ষ্টেশনে মূল্যবান এবং মনোহর কার্পেট, আসন, প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র ও মূর্ত্তি সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে কতকগুলি অনতিবৃহৎ পর্ব্বত দেখা যায়, এইগুলি সুপ্রসিদ্ধ বিন্ধ্যাচলের শাখা ও প্রশাখা বলিয়া পরিগণিত। নগরে প্রবেশ করিবার প্রথম স্তবকে একটি উচ্চ ও বৃহৎ পর্ব্বত দণ্ডায়মান হইয়া নগরকে সুদৃঢ় ভাবে রক্ষা করিতেছে। এই পাহাড়ের উপরে বহুকালের প্রাচীন একটি মনোরম দুর্গ আজি পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চুণার গঙ্গানদীর উপরে অবস্থিত; সহরের প্রান্তে আওই নামে আর একটি নদীও দৃষ্ট হয়। মুসলমানেরা প্রায় আটশত বৎসর কাল এদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু চুণার দুর্গ একবারও তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই; অতি অল্প দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা হিন্দু-রাজার শাসন ও অধিকারভুক্ত ছিল। বেনারসের মহারাজা সুপ্রসিদ্ধ চেৎসিংহ লর্ড হেষ্টীংশের অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক চুণার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন পর্য্যন্ত ইহা কাশীর রাজাদিগের অধীনে ছিল এবং হেষ্টীংশের পূর্ব্বে কাশীর নরপতিগণ

সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, কেবল দিল্লীর সম্রাটের মর্য্যাদা স্বরূপ তাঁহারা অযোধ্যাস্থ প্রতিনিধি নবাবকে প্রতিবর্ষে কিছু কিছু উপঢৌকন পাঠাইতে হইত। ইংরেজেরা কামান বসাইয়া তোপের দ্বারা এই দুর্গের একটি গবাক্ষ ভগ্ন করেন, এখন পর্য্যন্ত ঐ সুবৃহৎ ভগ্ন গবাক্ষের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই সময় হইতেই চুণারস্থ বহু কালের প্রাচীন হিন্দু দুর্গ ইউরোপীয় শাসকের হস্তগত হয়, সেই অবধি ইংরাজ সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। নিয়ত প্রায় সার্দ্ধ দুই শত সেনা এখানে অবস্থান করে। সম্প্রতি এই দুর্গের এক স্থান খনন করিতে করিতে পার্ব্বতী ও মহাদেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সাহেবেরা অনুমান করেন এই মূর্ত্তি এক সহস্র বর্ষ অপেক্ষাও প্রাচীন। অনেকের বিশ্বাস, এই দুর্গ মহাভারতের সমসাময়িক, কিন্তু পাণ্ডব রাজত্ব অপেক্ষাও যে ইহা পুরাতন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

চুণার নগরের কতক গুলি প্রাচীন নাম আছে, যথা চূর্ণক, চর্ণূর, চণুর, চূর্ণাবতী এবং চর্ম্মবতী। এই সকল নাম রামায়ণে পাওয়া যায়। চুণারের বর্ত্তমান নাম "চুণার গড়", প্রাচীন নাম চণ্ডাল গড়। রামায়ণখ্যাত গুহক চণ্ডালের এই স্থানে রাজ্য ছিল। অতি পূর্ব্বে সম্মুখস্থ পর্ব্বত সমূহ নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকিত, শ্বাপদের ভয়ে পথিকেরা একাকী গমনাগমন করিতে পারিত না। রাজা রামচন্দ্রকে গুহক আপনার গৃহে লইয়া গিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন এবং তদনন্তর গঙ্গা পার করিয়া দিয়া ভরদ্বাজের আশ্রমে পৌঁছাইয়া দেন। একথা ঠিক; সম্মুখে গঙ্গানদী অদ্যি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান এবং এই গঙ্গা পার হইয়া পর্ব্বতের ক্রোড়দেশ দিয়া গেলে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম পাওয়া যায়। এই আশ্রম প্রয়াগে যমুনা তীরে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যমুনা পার হইলে মৌ মহকুমার অন্তর্গত রাজাপুর থানার অধীন রামনগর নামক গ্রামে রামকূপ নামে এক অতীব প্রাচীন স্থান দৃষ্ট হয়, এই স্থানে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। তাহা হইলে চণ্ডালগড় যে অতীব পুরাতন এবং গুহকের রাজ্যভুক্ত বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে তাহা অবিসম্বাদী হইলে ইহা যে রামায়ণের সমসাময়িক, তাহাতে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা নাই।

জনৈক ইউরোপীয় সৈনিকের সহায়তায় আমরা একদিবস বসন্তের সুশীতল সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে চুণার দুর্গের শিখর দেশে আরোহণ করিয়াছিলাম। ইংরাজের কল্যাণে পর্ব্বতে উঠিবার জন্য একটি মনোরম ও সুপ্রশস্ত বর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছে, নতুবা পূর্ণ দুই ঘণ্টায় কমে এরূপ উচ্চ দুর্গে উঠা দুষ্কর। প্রবাদ আছে, পৌষ কিম্বা মাঘের দুরন্ত শীতের সময়ে

এই পর্ব্বতে উঠিতে হইলে গলদঘর্ম্ম হইতে হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের ন্যায় গ্রীষ্ম বোধ হয়। আমরা উপরিস্থিত প্রকোষ্ঠের ছাদে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা নিরীক্ষণ করিলাম, তাহা সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও মনোমোহন। সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ গিরিমালার প্রান্তদেশে সূর্য্যদেব এই সময়ে ধীরে ধীরে অস্তাচলাভিমুখে গমন করিতেছেন এবং নিজে হেমবর্ণ ধারণ করতঃ সমস্ত চূড়ারকে স্বর্ণময় করিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য শোভা বিস্তার পূর্ব্বক দর্শকের চিত্তকে ভুলাইয়া দিতেছেন। চারিদিকে স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না; কোথাও কৃষ্ণসার হরিণসমূহ নারস সম্প্রদায়ের তাড়নায় প্রাণের ভয়ে বনাভিমুখে দীর্ঘশৃঙ্গ লইয়া দৌড়িতেছে, কোথাও ময়ূরসমূহ কেকা রব করিতে করিতে বৃক্ষের শাখায় বসিয়া অস্তাচলাভিমুখী সায়াহ্ন সূর্য্যের হেমাভ কিরণে পুচ্ছ বিস্তার করতঃ ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, কোথাও বা বনের কুসুমসমূহ সুগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক সম্মুখস্থ সমুদায় স্থানটিকে সৌরভপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। দেখিতে দেখিতে মন প্রাণ প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়; পূর্ণানন্দে উৎফুল্ল হয়। হিন্দু রাজাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ এইরূপ অদ্ভুত লীলায় পরিপূর্ণ, কিন্তু কালের কুটিল প্রভাবে ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল নিয়মে সৌভাগ্য লক্ষ্মী হিন্দুক্রোড় পরিত্যাগ করিয়াছে; তাই এ শোভা দেখিতে গেলে স্বদেশহিতৈষী যুবার মনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়।

স্ত্রীযাত্রী ও রেলআইন।

সংসারী হইয়া গৃহে বাস করিতে গেলে যেমন মাতা, পিতা, ভাই, ভগ্নী অথবা শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দাস, দাসী, অভিভাবক, অভিভাবিকা প্রভৃতির নাম, প্রকৃতি, রীতি ও চরিত্র জানিতে হয়, সেইরূপ কোনও দেশে বা রাজ্যে বাস করিতে হইলে তদ্দেশীয় রাজার প্রকৃতি ও রাজনিয়ম এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রাজবিধি (আইন) না জানিলে অনেক সময়ে অনেক প্রকার অসুবিধায় পতিত হইয়া ক্লেশ পাইতে হয় এবং অনর্থক অর্থের ও সম্মানের হানি হয়। প্রজার আহার, বিহার, শয্যা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজা কোনও বিধি করেন না এবং করিবারও কোনও ক্ষমতা তাঁহার নাই, কিন্তু এমন অনেক বিষয়ে তিনি আইন করেন যাহার সহিত আমাদের প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, সুতরাং আইন না জানিলে সংসার যাত্রা সুকৌশলে নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর। ইংরাজ

গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় কোটি কোটি প্রজা পুঞ্জের সুবিধা সৌকর্য্যার্থ যে অত্যাশ্চর্য্য লৌহবর্ত্ম ও বাষ্পীয় শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, উহার সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আমাদিগকে প্রতিদিন ঐ যানের সহায়তা অবলম্বন করিয়া যাতায়াত করিতে হয়। রেল-ওয়েরও একটি আইন আছে, তাহা বিস্তৃত। এদেশের পুরুষের মধ্যে অনেকে ইংরাজী শিখিয়াছেন ও শিখি-তেছেন, সুতরাং ইংরাজী ভাষায় রেলের আইন জানিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে কঠিন নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলো-কেরাও আজ কাল বহু সংখ্যায় রেলে গমনাগমন করিতেছেন; তাঁহাদের পক্ষে রেলের কিঞ্চিৎ নিয়ম জানিয়া রাখা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। অনেক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে কেবল দাসী সহযোগে রেলে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি; রেলের আইন না জানায় ইহাদিগের অসুবিধা কম হয় না। এইজন্য রেল বিধির কতক-গুলি প্রয়োজনীয় ধারা এই স্থলে সন্নি-বেশিত করিয়া দিলাম, ভরসা করি অনেকের উপকার হইবে।

ইং ১৮৭৯ অব্দের ৪ আইনের নাম ভারতবর্ষীয় রেল আইন, ইহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত।

(উদ্ধৃত)

১। স্ত্রীলোক ও পুরুষের হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন জন্য প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, রেলের যাত্রী ও যাত্রিণী ভিন্ন উহাতে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না। কোনও পুরুষ স্ত্রীলোকের গৃহে প্রবেশ করিলে তাহার একশত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারে।

২। প্রত্যেক প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে স্ত্রীলোকের থাকিবার স্বতন্ত্র কুঠুরী আছে; প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করণার্থ স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র বিশ্রামঘর আছে। কোনও পুরুষ ভিতরে প্রবেশ করিলে তৎক্ষণে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়।

৩। কোনও স্ত্রীলোক যাত্রীর বিশ্বাসী অভিভাবক, নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্ব অথবা স্বামী সঙ্গে থাকিলে স্ত্রী-লোক তাহার সহিত পুরুষের গাড়ীতে বসিতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলে তাহার মান মর্য্যাদা রক্ষার ভার তাহার অভি-ভাবকের উপর নির্ভর করে।

৪। কোনও স্ত্রীলোক নিতান্ত অভদ্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক কিম্বা সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় গাড়ীতে বসিতে কিম্বা আপনার কুপ্রকৃতির পরিচয় দিতে পারে না। কেহ আপত্তি করিলে তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া টীকেট কাড়িয়া লওয়া হয় ও বিশেষ উৎপাত করিলে দণ্ডের জন্য হাকিমের নিকট পাঠান হয়।

৫। সঙ্গীদিগের অনুমতি বিনা

গাড়ীর ভিতর কেহ তামাকু, গাঁজা, চরস, চুরট বা অন্য ধূমপান করিলে ২০৲ টাকা দণ্ড হয়। নিষেধ না শুনিলে তাহাকেগাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়া টিকিট কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে।

৬। বিনা টিকিটে গাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, করিলে অনধিকার প্রবেশের মোকর্দ্দমা হয়।

৭। মীর্জ্জাপুর ও দিল্লী সহরে বিনা হুকুমে কেহ প্লাটফরমে যাইতে পারে না।

৮। বারুদ, গন্ধক, বিষ, বিষাক্ত ঔষধ, দেশালাই বাক্স প্রভৃতি বিপদজনক বা দাহ্য পদার্থ রেলের গাড়ীতে বিনাহুকুমে সঙ্গে রাখিলে দুই শত টাকা দণ্ড হয়।

৯। কোনও যাত্রী টিকট লইয়া পীড়া বিপদ বা অনিচ্ছাবশতঃ যদি গাড়ীতে না আরোহণ করে, তাহা হইলে ষ্টেসন মাষ্টারকে টিকিট ফিরিয়া দিলে টিকিটের টাকা ফেরত পাইবেন।

১০। রেল কোম্পানীর কোনও কর্ম্মচারী বা চাকর ঘুস স্বরূপে টাকা বা কোনও দ্রব্য চহিতে পারে না। চাহিলে বা লইলে বিশেষ রূপে দণ্ডিত হয়।

১১। কোনও কিছু বিপদ হইলে বা পীড়া হইলে ষ্টেশন মাষ্টার কিম্বা গাড়ীর গার্ডকে বলিতে হয়। প্রত্যেক কুঠুরীর নীচে দড়ি ঝুলান থাকে, ঐ দড়ি টানিলে গার্ড গাড়ী থামাইয়া অনুসন্ধান লয়। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনীদিগের প্রতি নিবেদন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

ব্রহ্মবাদিনীগণ, তোমরা কি জান না, যে "সাকারবাদীরা" বলিতে পারেন না, যে যিনি অনাদি, অনন্ত, নিরাধার নিরবলম্ব, তিনি নিরাকার নন। যাঁহারা যথার্থক জ্ঞানাভাবে প্রতিমোপাসক হন, তাঁহাদিগের জ্ঞান যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, সেই পরিমাণে তাঁহারা অপ্রতিমোপাসক হইবেন এবং ব্রহ্মের সকল সন্তান একদিন না এক দিন তাঁহার চরণে আশ্রয় লাভে সমর্থ হইবেন। অপ্রতিমব্রহ্মোপাসক না হইলে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না, ইহা সকল শাস্ত্র ও ঋষিজীবনানুমোদিত বাক্য।" নিরাকারবাদীরাও স্বীকার করেন নিরাকার সত্য স্বরূপ ঈশ্বর এই সাকার জগতের প্রাণরূপে বর্ত্তমান, এবং সাকার বস্তু উপায় রূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাধনা করিলে দোষ নাই। এ প্রকার জ্ঞান সত্ত্বেও কি তোমরা কেবল মতামত বা সাম্প্রদায়িক ভাবের অধীনা হইবে? এরূপ মতামতের আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িকতা হইতেই বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। বিদ্বেষ হইতে নীচতার বিষ উৎপন্ন হইয়া মনকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে থাকে। যে মতামত বা সাম্প্রদায়িকতার ফল এমন গরলময়, তাহাকে কি হৃদয়ে স্থান দিতে আছে?

অসাম্প্রদায়িক, উদার, বিশ্বব্যাপী পবিত্র প্রেমই এ বিষম বিষ হইতে রক্ষা পাইবার মহৌষধ। ঈদৃশ প্রেম স্থানে, কালে, এবং স্বজাতি বা বিজাতিতে বদ্ধ নহে। উহা মান, অপমান, অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থ, পরার্থ, মোহ, মায়া, বিষয়াসক্তি ও নানারূপ পার্থিব ভেদাভেদ জ্ঞান অতিক্রম করিয়া নিত্যকাল চলিতে থাকে। সেই অনন্ত প্রেমদাতা ভিন্ন আর কিছুতেই উহার তৃপ্তি ও চরিতার্থতা হয় না। এরূপ নিত্য পবিত্র প্রেম যেমন তোমরা তোমাদিগের বাক্য ও ব্যবহারে দেখাইতে পার, তেমন কি পুরুষে পারে? তোমরা মানবসমাজ রূপ উদ্যানের গোলাপ পুষ্প হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমরাই কথিত প্রেমাভ্যাসে পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিকতর সমর্থ হইতে পার। এ দেশের নারীগণ কত প্রকার ব্রতাবলম্বন করেন; কিন্তু ব্রাহ্মিকাগণ! প্রেম ব্রত পালনই তোমাদিগের উপযুক্ত। তোমরা কি জান না, যে "যাঁহারা জ্ঞান-প্রেমের প্রভাবে সত্যাসত্য হইতে সত্যকে চিনিয়া লইতে ও আপনাদিগের জীবনকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নত ও পবিত্র করিতে পারেন, তাঁহারাই ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার যোগ্য।" তোমরা যখন ব্রাহ্মিকা হইয়াছ, তখন তোমরা অন্যান্য স্ত্রীলোকাপেক্ষা উন্নত ও পবিত্রমনা হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছ ইহাই সম্ভবনীয়। অতএব বিশুদ্ধ-প্রেম-ব্রত পালন করা তোমাদিগের যোগ্য। তোমরা মাতৃপদ-বাচ্য, মার মত সুমিষ্ট শব্দ আর নাই। মা যেমন আপনার পয়োধর নিঃসৃত স্নেহ-নীর দ্বারা শিশুর জীবন পোষণ করেন, মাতৃগণ! তোমরা সেইরূপ তোমাদিগের হৃদয়ের পবিত্র প্রীতি-সুধা-দানে জাতি বর্ণ, স্বদেশ বিদেশ, আপনার পর, স্বধর্ম্ম বিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল প্রকার লোকের পার্থিব ও নিত্য জীবন পালনে সাধ্যমত যত্নশীলা হও। যতদিন বিশুদ্ধ প্রীতির বলে এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও ও আফ্রিকা, পৃথিবীর এই চারি মহা খণ্ডের লোকদিগকে ব্রহ্ম-সন্তান বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পার; যত দিন ঐ সমস্ত লোকদিগকে সেই পূর্ণ ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত প্রেম বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য তিনি নিজে সহায় হইতেছেন, ইহা প্রতীত করিতে না পার; যত দিন ভাল করিয়া বুঝিতে না পার, যে সেই প্রেমদাতা, সেই মঙ্গলদাতা তাঁহার প্রেম, মঙ্গল অজস্রধারে বর্ষণ করিবার জন্যই এই সৃষ্টির উৎপাদন করিয়াছেন; যত দিন সুস্পষ্টরূপে জানিতে না পার যে তাঁহারই প্রেমে পরিচালিত হইয়া সমস্ত সৃষ্টি চরমে তাঁহারই প্রেম ভোগের জন্য প্রধাবিত হইতেছে; যত দিন লতা পাতায়, ফল ফুলে, বৃক্ষ রাজিতে, পর্ব্বত শ্রেণীতে, নদ নদী সাগর মহাসাগরে, মেঘ বিদ্যুতে, সূর্য্য চন্দ্রে, অনন্ত

আকাশে, স্থানে কালে, অগণ্য তারকায় অনল অনিলে, কীট পতঙ্গে, পশু পক্ষীতে, অসংখ্য মানব মানবীতে, আকর্ষণ, স্নেহ, দয়া, প্রীতি, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি বিবিধ শক্তি রূপে তাঁহার প্রদত্ত অনন্ত প্রেম পাশ দেখিতে না পাও; যত দিন পরদুঃখ-মোচন ও সুখোন্নতি-সাধন জন্য তোমাদিগের কোমল হৃদয়ে ব্যাকুলতা উপস্থিত না হয়; যত দিন তোমাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান, বিশ্বাস ও চিন্তা বিশুদ্ধ প্রেম-রসে আর্দ্রী-ভূত না হয়; যত দিন বৃক্ষ যেমন নানা কঠোর আঘাত নীরবে সহ্য করে, সেই রূপ তোমরা সাংসারিক দুঃখ কষ্ট নিঃশব্দে বহন করিতে না পার; যত দিন তৃণ যেমন পদ-দলিত হইয়াও আপনার নিরভিমানিতা প্রকাশ করে, সেই রূপ তোমরা নিরভিমানিনী না হও; যত দিন তোমাদের কোমল প্রাণ সেই প্রেমদাতার প্রেম-জলধিতে সদা মগ্ন থাকিতে না পারে; যত দিন তোমরা সশরীরে স্বর্গ-ভোগ না কর; তত দিন নিশ্চয় জানিও তোমাদিগের বিশুদ্ধ-প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। তত দিন তোমরা কায়-মনো-বাক্যে ঐ ব্রত পালনে চেষ্টা করিবে। তত দিন তোমরা এই বলিয়া সেই প্রেমময়ের চরণ-তলে প্রতিদিন কাঁদিবে, যে "হে মঙ্গল নিধান! আমার ইচ্ছা, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, চিন্তা বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার সকলই সম্পূর্ণরূপে ও নির্ব্বিশেষ তোমার পবিত্রতম চরণের অধীন কর, আমি যাহাতে নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে প্রীতি ও প্রাণগত চেষ্টায় তোমার আজ্ঞা পালন করিবার জন্য এই অনিত্য সংসারে বাস করিতে পারি, তাহার মত আমায় বল দাও, তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা আমার অনিত্য ও নিত্য জীবনে পূর্ণ হউক, তোমার জয় আমার সমস্ত দেহ-মনঃ-প্রাণে হউক।"

প্রার্থনার ফল কিছু কিছু হাতে হাতে হয়, তাহা অধিকতর ও স্থায়ী করিবার জন্য বারম্বার দীর্ঘকাল প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন। প্রার্থনা বিষয়ক এই নিয়ম ভুলিও না।

বৎসগণ! আমি এতক্ষণ তোমাদিগকে যাহা বলিলাম তাহার মধ্যে যাহা কিছু অসার, তাহাই আমার, আর যাহা সার, সত্য, তাহা সেই অভ্রান্ত, সারৎসার সত্যস্বরূপের আদেশ। তৎ পালনে যতই তোমরা যত্নবতী হইবে, ততই তোমরা প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিবে। দেখ যেন তৎপ্রতি অযত্ন জন্য তোমাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ভক্তি, প্রেম ও সেই প্রাণেশ্বরের স্নেহ করুণার অবমাননা না হয়। তিনি তোমাদিগকে এরূপ মহাপরাধ ও মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন!

হে করুণানিধান! তোমার দুরবগাহ্য প্রেমে তোমার যে সকল এ দেশীয়

কন্যা ব্রাহ্মিকা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনের পবিত্রতা প্রভাবে যেন ব্রাহ্মদিগের প্রভূত মঙ্গল হয়! বিশুদ্ধ-প্রীতি নিহিত কোমলতা ও মৃদুতার অনতিক্রমণীয় শক্তি কেমন ধীরে ধীরে শান্তি ও আনন্দ বিস্তার করে, তাহাই যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের জীবনে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা যেন সতী লক্ষ্মীর গুণ ভূষণে ভূষিত হইয়া তোমাকেই নিত্য-গৃহ-লক্ষ্মীরূপে দেখিতে দেখিতে পরিবার মধ্যে তোমারই অপ্রতিমোপাসনা-জনিত অমৃতানন্দ বিতরণ করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। ইহাঁদিগের যে বক্ষঃস্থল শিশুর কোমল প্রাণ-পোষণ সুধার আধার হইয়াছে, তাহা হইতে যেন তোমার বিশুদ্ধ প্রেম-ধারা নির্গত হইয়া জনগণের মঙ্গলোন্নতি সাধন করিতে থাকে। ইহাঁদিগের যে মুখশ্রীতে ভক্তি, প্রেম, সরলতা, পবিত্রতা ও বিশ্বাসের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে যেন পাশব জীবনের রেখাও না পড়ে। ইহাঁদিগের যে রসনা ও কণ্ঠ হইতে সুমধুর ভাষায় ও মন-চিত্তহারী রবে পবিত্র সঙ্গীত লহরী উত্থিত হইয়া তোমার মহাসিংহাসন-তলে উপনীত হইবে, সেই রসনা ও কণ্ঠ হইতে যেন নানা দুঃখ-যন্ত্রণার কারণরূপ কর্কশ ভাষা ও কর্কশ শব্দ বিনির্গত না হয়। ইহাঁদিগের যে হৃদয়-পদ্ম সদা তোমার পবিত্র আসনোপযোগী হইবে, তাহা যেন সংসারাসক্তি ও পাশব বৃত্তি দ্বারা হীন ক্ষীণ না হয়। দেখ প্রভো ইহাঁদিগের ইচ্ছা যেন তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন থাকিয়া বল ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে। আমরা যতই তোমার ইচ্ছার অনধীন হই, ততই পাপের অধীন হই, এই মহাবাক্য যেন ইহাঁদিগের স্মরণপথে সদা উদয় হয়।

হে নিত্য মঙ্গলময়! যে নিত্য, পবিত্র, বিশ্বব্যাপী প্রেমের বলে ঈশা চৈতন্যাদি ভক্তগণের প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, যাহার তরঙ্গে দেব-জীবন পাশব-জীবনকে পরাভব করে, ও মর্ত্যলোক ও দেবলোক এক হইয়া যায়, যাহার শক্তি পাপ তাপ, শোক সন্তাপ, শত্রুমিত্রাদির ভেদ জ্ঞান অতিক্রম করিয়া সাধককে অনন্ত-কাল তোমার মঙ্গল চরণে মিলিত করে, তোমার সেই অগাধ ও অহেতুক প্রেম-নীরে ব্রাহ্মসমাজের এই বৃদ্ধ সেবক ব্রাহ্মিকাদিগকে অল্পদিনের জন্যও মগ্ন থাকিতে দেখিয়া যদি তাহার দেহ ত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহার জীবন কৃতার্থ ও সার্থক হয়। হে প্রেমাকর! তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তোমারই জয় হউক!

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

নূতন সংবাদ

১। ভারতহিতৈষী জন্ ব্রাইট গত ২৭এ মার্চ্চ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের এক প্রধান বাগ্মী, রাজনীতিজ্ঞ ও দরিদ্রবন্ধু ছিলেন। রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে ইহাঁর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও শুদ্ধচরিত্র লোক অতি বিরল।

২। মান্দ্রাজ বিধবাবিবাহ সমিতি হইতে সম্প্রতি আর একটী বিবাহ হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৬টী বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহ হইল।

৩। গত বৎসর আমেরিকায় ৩টী কারখানায় ২০ কোটী কৃত্রিম দন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, অন্যান্য কারখানায়ও ইহার কম হইবে না। কানেডাবাসীরা বরফনিভ শুভ্র, দক্ষিণ আমেরিকানেরা পীত এবং চীনেরা কৃষ্ণবর্ণের দন্ত ভালবাসে বলিয়া ইহারা সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রঙেরও দাঁত তৈয়ার করে।

৪। সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরী একটী পুত্র ও কন্যার সহিত স্পেনের মহারাণীর সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছেন।

৫। মহীশুরে ২ জন স্ত্রীলোক আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন, তাহাদের নাম কুমারী গোবিন্দরাজালু ও মিস্ গুরুদয়াল সিংহ।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। পুণ্যের জয়—(নৈতিক দৃশ্য রূপক কাব্য) শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার বিরচিত, মূল্য ৵০ আনা। পদ্যগুলি সুল্লিত ও সুন্দর এবং কাব্য খানি সুচিত্র ও সুভাবপূর্ণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা যুবক যুবতীর ধর্ম্মব্রত পালনের দৃঢ়তা জন্মিতে পারে।

২। ভক্তি-লীলা—মূল্য ।০ আনা। ভক্তি সাধনার প্রকরণ ইহাতে উপন্যাসচ্ছলে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা আছে। এই পুস্তক খানির আয় ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। যাঁহারা এই পুস্তক কিনিবেন, তাঁহারা নিজে উপকৃত হইবেন এবং একটী সৎকার্য্যেরও সহায়তা করিবেন।

৩। মহাভারত নাট্যকাব্য—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। ইহার কয়েক সংখ্যা আমরা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। মূল ভারত বাঙ্গালায় নাট্যকাব্যাকারে রচনা করিয়া লেখক আপনার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা যেরূপ সুমিষ্ট সরল ভাষায় বিন্যস্ত হইতেছে, তাহাতে পাঠক সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে সন্দেহ নাই।

১২৯৫ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

২৮০ সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৫। মে ১৮৮৮।

২৮১ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—জুন

২৮২ সংখ্যা, আষাঢ়—জুলাই।

২৮৩ সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

২৮৪ সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর

২৮৫ সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর

২৮৬ সংখ্যা, কার্ত্তিক—নবেম্বর

২৮৭সংখ্যা, অগ্রহায়ণ—ডিসেম্বর

---

২৮৮ সংখ্যা, পৌষ—জানুয়ারি

---

২৮৯ সংখ্যা, মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

---

২৯০ সংখ্যা, ফাল্গুন—মার্চ্চ।

২৯১ সংখ্যা, চৈত্র—এপ্রেল।

১২৯৫ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকার্য্য।

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

৪। বিজ্ঞান।

৫। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

—

৬। অদ্ভুত বিবরণ ও উপন্যাস।

—

৭। পদ্য।

৮। বিবিধ।

—

৯। বামারচনা।

—

১০। সাময়িক প্রসঙ্গ।

—

১১। নূতন সংবাদ।

—

১২। পুস্তকা

হিতোপদেশের উপদেশ।

কতিপয় কুপথগামী রাজপুত্রকে উপদেশ দিবার উপলক্ষ্যে বিষ্ণুশর্ম্মা সমভাবে সর্ব্বসাধারণকেই উপদেশ দিয়াছেন। মনুষ্য ও কীটাণু, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, পৃথ্বীশ্বর ও অকিঞ্চন, সকলকেই তিনি সমভাবে দর্শন করিয়াছেন। অরুণদেব উদয়াচলে প্রকাশিত হইয়া স্নিগ্ধ বালাতপে যেমন সমস্ত জগৎ পুলকিত করেন, তিনিও তেমনি রাজভবনের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া (১) স্নিগ্ধ উপদেশে সমস্ত জগৎ পুলকিত করিয়াছেন।

এস্থলে তাঁহার কয়েকটি উপদেশের মর্ম্ম গল্প হইতে পৃথক্ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রদর্শিত হইল।

১। হস্তে রাজশক্তি পাইয়া যে ব্যক্তি সে শক্তির অপব্যবহার করে, সে স্বহস্তেই রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জ্জন করে ;—

> ন রাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেবং বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতম্।
> শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপমিবোত্তমম্॥

অনুবাদ,—

> রাজ্য পাইয়াছি হস্তে আর কিবা ভয়,
> ইহা ভাবি' কভু না করিবে অবিনয় ;
> জরায় দেহের কান্তি বিনাশে যেমন,
> অবিনয়ে রাজলক্ষ্মী বিনাশে তেমন।

(বিগ্রহ, ১১৫ শ্লোক)

---

(১) "অথ প্রাসাদপৃষ্ঠে সুখোপবিষ্টানাং রাজপুত্রাণাং পুরস্তাৎ প্রস্তাবক্রমেণ স পণ্ডিতোঽব্রবীৎ—ভো রাজপুত্রাঃ শৃণুত" !—"অনন্তর সেই রাজপুত্রেরা প্রাসাদতলে সুখে উপবেশন করিলে, সেই পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা প্রসঙ্গক্রমে কহিলেন,—হে রাজপুত্রগণ শ্রবণ কর"। ইহা বলিয়া তিনি কথারম্ভ করিলেন। (হিতোপদেশের অবতরণিকার শেষ দেখ)

২। অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি করিয়া, এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, সমর-সাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া, এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই কর্ম্ম-সাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও, পুরুষকার (১) ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥ ৩০॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥ ৩১॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি॥ ৩২॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে॥ ৩৪॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে॥ ৩৫॥
উদ্যোগেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥ ৩৬॥

অনুবাদ,—

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়। ৩০।
লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষে দৈবে সদা করয়ে নির্ভর ;

---

(১) 'পুরুষকার'—মানুষের নিজের চেষ্টা।

দৈব ছাড়ি' দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ ? রতন যদি না মিলে যতনে। ৩১।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে। ৩২।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার ;
তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়। ৩৪।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি ?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোনো সিদ্ধি নাই। ৩৫।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে। ৩৬।

(হিতোপদেশ, অবতরণিকা দেখ)

পুনশ্চ,—

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রম্
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ॥

অনুবাদ,—

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনোরূপ ব্যসনের নহে পরবশ ;
কার্য্যের ব্যবস্থাজ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন ;
আপনি কমলা দেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।

(মিত্রলাভ, ১৮৪ শ্লোক)

৩। আত্মার উন্নতি বা অবনতি সকলেরি স্বয়ত্বায়ত্ত। আপন কর্ম্মগুণেই উন্নতি এবং আপন কর্ম্মদোষেই অবনতি ঘটিয়া থাকে ;—

যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

অনুবাদ,—

কর্ম্মদোষে ক্রমে ক্রমে হয় অধোগতি,
কর্ম্মগুণে ক্রমে ক্রমে জানিবে উন্নতি;
নিম্নেই নামিতে থাকে কূপের খনক,
ঊর্দ্ধেই উঠিতে থাকে প্রাচীর-গঠক।

(সুহৃদ্ভেদ, ৪৫ শ্লোক)

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—উন্নতির পথে অনেক বিঘ্ন। এজন্য, একাগ্রচিত্তে ভাবনা ও কঠোর সাধনা ভিন্ন কদাচ উন্নতি হয় না। কিন্তু, অবনতির পথ অতি পরিষ্কার। একটু অসাবধান হইলে ক্ষণকালমধ্যেই অধঃপাত ঘটিতে পারে;—

আরোপ্যতে শিলা শৈলে যত্নেন মহতা যথা।
নিপাত্যতে ক্ষণেনাঽধস্তথাত্মা গুণদোষয়োঃ॥

অনুবাদ,—

অনেক যতনে হয় আত্মার উন্নতি,
সহজেই কিন্তু তার হয় অবনতি;
পর্ব্বতে তুলিতে শিলা কত কষ্ট হয়,
নিম্নেতে ফেলিতে কিন্তু না লাগে সময়।

(সুহৃদ্ভেদ, ৪৪ শ্লোক)

৪। চিত্তের সম্পূর্ণ স্থৈর্য্যই সকল সিদ্ধির মূল। উত্তাপের ন্যায় সিদ্ধির ব্যাঘাত আর নাই। রিপুর উত্তেজনায় চিত্ত উত্তপ্ত হইলে, বিবেচনাশক্তি তিরোহিত হয়, এবং বিন্দুমাত্র উপলক্ষ্য পাইলেই, চিত্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়;—

প্রত্যূহঃ সর্ব্বসিদ্ধীনামুত্তাপঃ প্রথমঃ কিল।
অতিশীতলমপ্যম্ভঃ কিং ভিনত্তি ন ভূভৃতম্॥

অনুবাদ,—

চিত্তের উত্তাপ অতি দোষের বিষয়,
সর্ব্বসিদ্ধি-নাশ তাহে জানিবে নিশ্চয়;
কঠোর উত্তাপে ভূমি হইলে তাপিত,
শীতল জলেও তাহা হয় বিদারিত।

(বিগ্রহ, ৪৮ শ্লোক)

 ১৮৩

৫। কোনও কার্য্যে উদ্যোগ করিয়াই ফললাভের জন্য ব্যগ্র হইও না। যথাকালে যথোচিত উদ্যোগ করিলে সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ফলিবে। ফলের সময় উপস্থিত হইলে, কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না, এবং অসময়ে কেহই তাহা দিতে পারিবে না ;—

যথা কালকৃতোদ্যোগাৎ কৃষিঃ ফলবতী ভবেৎ।
তদ্বন্নীতিরিয়ং দেব চিরাৎ ফলতি ন ক্ষণাৎ॥

অনুবাদ,—

কৃষিকার্য্যে একদিনে ফল নাহি মিলে,
ফল তাহে ফলে কালে উদ্যোগ করিলে ;
তেমনি সময়ে ফলে সুনীতি সকল,
ক্ষণমাত্রে কোনো নীতি না হয় সফল।

(বিগ্রহ, ৪৬ শ্লোক)

৬। একমাত্র সরলতা দ্বারাই গুণের সদ্ব্যবহার হয়। খলের হস্তে গুণ পড়িলে সে গুণের দুর্গতির সীমা থাকে না। তাহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলিয়া থাকে ;—

পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

অনুবাদ,—

দুঃশীল জনেরে যদি শিখাও সুনীত,
হিত না হইয়া তাহে ঘটে বিপরীত ;
দুগ্ধপান করে যদি বিষধরগণ,
তাহাতে কেবল হয় বিষের বর্দ্ধন।

(বিগ্রহ, ৪ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়াঽলঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

অনুবাদ,—

দুর্জ্জন যদ্যপি হয় বিদ্যায় ভূষিত,
তথাপি বিশ্বাস তারে না হয় উচিত ;

যার শিরে শোভা করে মণি মনোহর,
তবু কি সে বিষধর নহে ভয়ঙ্কর ?।
(মিত্রলাভ, ৯০ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈতদ্ বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদি হালাহলং বিষম্॥

অনুবাদ,—

দুর্জ্জন যদ্যপি কয় সুমিষ্ট বচন,
তার সে কথায় না ভুলিবে কদাচন;
জিহ্বার আগায় তার মধু সদা রয়,
কালকূটে ভরা তার জানিবে হৃদয়।
(বিগ্রহ, ৮০ শ্লোক)

৭। যাঁহার জ্ঞান আছে, অনুষ্ঠান নাই; ধন আছে, দান-ভোগ নাই; বল আছে, শত্রুনিবারণের সাহস নাই; আত্মা আছে, ইন্দ্রিয়সংযম নাই; তাঁহার সে জ্ঞান, সে ধন, সে বল ও সে আত্মা থাকা বিড়ম্বনামাত্র;—

ধনেন কিং যো ন দদাতি নাশ্নুতে বলেন কিং যশ্চ রিপূন্ ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥

অনুবাদ,—

দান-ভোগ-হীন ধন কি ফল থাকায় ?
কি ফল সে বলে, যাহে শত্রু না পলায় ?
কি ফল বিদ্যায়, যাহে ধর্ম্ম নাহি হয় ?
কি ফল আত্মায়, যাহা বশে নাহি রয় ?।
(মিত্রলাভ, ১৬০ শ্লোক)

অপি চ,—

দুর্ভগাভরণপ্রায়ো জ্ঞানং ভারঃ ক্রিয়াং বিনা।

অনুবাদ,—

দুর্ভগা নারীর অঙ্গে আভরণ প্রায়,
অনুষ্ঠান বিনা জ্ঞান ভারমাত্র হয়।

(মিত্রলাভ, ১১ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্ ॥১৮০॥
ন স্বল্পমপ্যধ্যবসায়ভীরোঃ করোতি বিজ্ঞানবিধিগুণং হি।
অন্ধস্য কিং হস্ততলস্থিতোঽপি প্রকাশয়ত্যর্থমিহ প্রদীপঃ ॥ ১৮১ ॥

অনুবাদ,—

বহু শাস্ত্র পড়িলেও নাহি হয় জ্ঞান,
অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্;
নিয়মে সেবন যদি নাহি করা যায়,
ঔষধের নামমাত্রে রোগ কি পলায়?। ১৮০।
জ্ঞানোচিত অনুষ্ঠানে অশক্ত যে জন,
সে জ্ঞান থাকায় তার কিবা প্রয়োজন?
অন্ধের হস্তেও যদি দীপালোক রয়,
তাহে কি পদার্থ তার দরশন হয়?। ১৮১।

(মিত্রলাভ, ১৮০, ১৮১ শ্লোক)

৮। পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতে কদাচ বিস্মৃত হইও না। পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রমে মঙ্গলের পথ অবরুদ্ধ হয়। চরিত্রই এ জগতে একমাত্র পূজ্য। অতএব, জাতি, কুল বা সম্বন্ধের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে চরিত্রের পূজা কর;—

জাতিমাত্রেণ কিং কশ্চিদ্ধন্যতে পূজ্যতে ক্বচিৎ।
ব্যবহারং পরিজ্ঞায় বধ্যঃ পূজ্যোঽথবা ভবেৎ ॥

অনুবাদ,—

জাতিমাত্রে কেহ কারো বধ্য পূজ্য নয়,
ব্যবহারে বধ্য কিম্বা পূজনীয় হয়।

(মিত্রলাভ, ৫৯ শ্লোক)

৯। স্বজাতির অভ্যুদয়, স্বজাতির সম্পূর্ণ একতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি-সাধারণ অভ্যুদয়ের ইহাই মূলসূত্র। যাঁহারা এই মূলসূত্র ছিন্ন করেন, তাঁহারা বিদেশের শত্রুকে স্বদেশে আহ্বান করেন। গৃহচ্ছিদ্র না পাইলে বাহিরের শত্রু ভিতরে

প্রবেশ করিতে পারে না(১)। জন্মভূমির সকল সন্তানেই যদি একপ্রাণ হয়, সকল ভ্রাতায় যদি একাত্মা হয়, তবে কার সাধ্য যে সে জাতিকে উচ্ছিন্ন করে (২) ;—

সংহতত্বাদ্ যথা বেণুর্নিবিড়ঃ কণ্টকৈর্বৃতঃ।
ন শক্যতে সমুচ্ছেত্তুং ভ্রাতৃসঙ্ঘাতবাংস্তথা॥

অনুবাদ,—

যে বংশ নিবিড় ঝাড়ে দৃঢ়াবৃত হয়,
ছেদন যেমন তার সহজে না হয় ;
তেমনি সকল ভ্রাতা একাত্মা যথায়,
সে দেশ সহজে জয় করা নাহি যায়।

(সন্ধি ৩০ শ্লোক)

যে জাতি পরাধীন, সে জাতি নিতান্তই অভিশাপগ্রস্ত। অতএব, স্বজাতির অতি ক্ষুদ্রটিকেও অসার ভাবিয়া পরিত্যাগ করিবে না। সদ্ভাবের (৩) একটি পরমাণু খসিলেও তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

---

(১) এই জন্যই শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র গোপনের ব্যবস্থা,—

আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
তপোদানাপমানং চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥

(মিত্রলাভ, ১৩৮)

(২) হিতোপদেশের মূলগ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের তৃতীয় তন্ত্রে এইরূপ আছে,—

"লঘূনামপি সংশ্রয়ো রক্ষায়ৈ ভবতি,—
মহানপ্যেকজো বৃক্ষো বলবান্ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
সুমন্দেনাপি বাতেন শক্যো ধূনয়িতুং যতঃ॥
এবং মনুষ্যমপ্যেকং শৌর্য্যেণাপি সমন্বিতম্।
শক্যং দ্বিষন্তো মন্যন্তে হিংসন্তি চ ততঃপরম্॥
বলিনাপি ন বাধ্যন্তে লঘবোঽপ্যেকসংশ্রয়াৎ।
প্রভঞ্জনবিপক্ষেণ যথৈকস্থা মহীরুহাঃ"॥

একতার গুণে দুর্ব্বলগণেও আত্মরক্ষা করিতে পারে। দেখ! সুহৎ বৃক্ষও যদি ঘনসন্নিবিষ্ট না থাকিয়া পৃথক্ পৃথক্ থাকে, তবে যেমন অল্প বায়ুতেও তাহাকে কম্পিত করে, তেমনি বলিষ্ঠ জাতিও পরস্পর একতাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ না হইলে, সামান্য বিপক্ষেও তাহাকে পরাভব করিতে পারে। আর, ক্ষুদ্র বৃক্ষও পরস্পর দৃঢ়-সংশ্লিষ্ট থাকিলে, যেমন প্রবল বায়ুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না, তেমনি দুর্ব্বল জাতিও সম্মিলিত হইলে, বলবান্ শত্রুও তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

(৩) সদ্ভাবের ব্যখ্যা,—

"বিশেষাং হৃদয়ানাং যদক্ষব্যং পরিবন্ধনম্।
একব্রহ্মমহাসূত্রেণৈব সদ্ভাব ঈরিতঃ॥ ১॥

অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈগুর্ণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ ॥ ৩৫ ॥
সংহতিঃ শ্রেয়সী পুংসাং স্বকুলৈরল্পকৈরপি।
তুষেণাপি পরিত্যক্তা ন প্ররোহন্তি তণ্ডুলাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ.—

দুর্ব্বলগণেও সিদ্ধি লভে একতায়,
তৃণের রজ্জুতে মত্ত হস্তী বাঁধা যায়। ৩৫।
স্বজাতির ক্ষুদ্রটিও ছাড়া ভাল নয়,
তুষও খসিলে ধানে গাছ নাহি হয়। ৩৬।

(মিত্রলাভ, ৩৫, ৩৬ শ্লোক)

১০। অর্থের গুণাগুণ, ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কৃপণতায় অর্থের অস্তিত্ব থাকে না (১), অপব্যয়ে ইহা বিষের ন্যায় এবং সদ্ব্যয়ে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। অতএব, হস্তে অসীম ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি বলিয়া, এক কড়া কড়িও অপব্যয় করিও না। যখনি এক কড়া অপব্যয় করিতে যাইবে, তখনি একবার মনে করা

প্রীতির্নো বর্দ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সদ্ভাবাদুপজায়তে ॥ ২ ॥
মৈত্রীবুদ্ধের্মহাশক্তিরনন্তা জায়তেঽক্ষয়া।
মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েঽপি ন লীয়তে ॥ ৩ ॥

এক-ব্রহ্ম-রূপ মহাসূত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারি নাম 'সদ্ভাব'। ১। নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি 'সদ্ভাব' হইতে উৎপন্ন হয়। ২। মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; যে মনুষ্য-সমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্, মহাপ্রলয়েও তাহার বিলয় নাই"। ৩।

(১) মিত্রলাভ, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৮ শ্লোক দেখ। ১৬৭ শ্লোক যথা,—

দানোপভোগহীনেন ধনেন ধনিনো যদি।
পৃথ্বীখাতনিখাতেন ধনেন ধনিনো বয়ম্ ॥

অনুবাদ,—

উপভোগ নাহি যার নাহি আছে দান,
সে ধনে তাহাকে যদি বল ধনবান্;
তবে ত মাটির নীচে কি বা ধন নাই,
সে ধনেও ধনবান্ আমরা সবাই।

খ

উচিত যে, ঐ কড়িটি দ্বারা হয় ত একটি মুমূর্ষু মহাপ্রাণীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অথচ, সদ্ব্যয়ে সর্ব্বস্ব দিতেও কাতর হইও না ;—

যঃ কাকিণীমপ্যপথপ্রপন্নাং সমুদ্ধরেন্নিষ্কসহস্রতুল্যাম্।
কালে চ কোটিষ্বপি মুক্তহস্তঃ তং রাজসিংহং ন জহাতি লক্ষ্মীঃ॥

অনুবাদ,—

এক কড়া কড়ি যদি অকার্য্যেতে যায়,
কোটি স্বর্ণ জ্ঞান করি যে তাহা বাঁচায় ;
কিন্তু কোটি কোটি স্বর্ণ সুকার্য্যে ত্যজিতে,
অণুমাত্র মমতা না হয় যার চিত্তে ;
সেই ত নৃপতিসিংহ জানিবে নিশ্চয়,
কমলা অচলা হ'য়ে তারি কাছে রয়।

(বিগ্রহ, ১২৬ শ্লোক)

১১। ধান্যই শ্রেষ্ঠ ধন। ধান্যই রাজার রাজলক্ষ্মী ও প্রজার প্রাণবায়ু। যে দেশে গৃহে গৃহে ধান্য সঞ্চিত থাকে, সে দেশ, দুর্ভিক্ষ বা বিগ্রহ কোনও বিপদেই সহসা অবসন্ন হয় না। অন্য ধনের বিনিময় ভিন্ন প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু ধান্য, বিনা বিনিময়েই প্রাণরক্ষা করে। অতএব, প্রজার অন্নবলই রাজার রাজশক্তি, ইহা অবধারিত জানিয়া, রাজা স্বরাজ্যে প্রচুর ধান্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন (১) ;—

ধান্যানাং সংগ্রহো রাজন্ উত্তমঃ সর্ব্বসংগ্রহাৎ।
নিক্ষিপ্তং হি মুখে রত্নং ন কুর্য্যাৎ প্রাণধারণম্॥

অনুবাদ,—

ধান্যের সংগ্রহ অগ্রে করিবে যতনে,
ধান্য হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু নাহি এ ভুবনে ;
মণি রত্ন মুখে দিলে ক্ষুধা নাহি যায়,
ধান্য যদি থাকে তবে সবে প্রাণ পায়।

(বিগ্রহ, ৫৮ শ্লোক)

---

(১) অতি পূর্ব্বকাল হইতে ধান্যই এ দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। এজন্য ধান্যেরই কথা বলা হইয়াছে। বিদেশীয় লোকেরা 'ধান্য'-শব্দে স্ব স্ব দেশের সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বপ্রধান খাদ্য বুঝিবেন।

১২। এ সংসারে যাঁহার কোনও অভাব নাই, তিনিই প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ও স্বাধীন। যদি তুমি তৃষ্ণাকে না জয় করিতে পার, তবে, সমস্ত বসুধার ঐশ্বর্য্য হস্তে আসিলেও তোমার ন্যায় দরিদ্র আর নাই, এবং সমস্ত ভূমণ্ডল অধীনতা স্বীকার করিলেও তোমার ন্যায় পরাধীন আর নাই। যিনি তৃষ্ণাকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগতের সিংহাসনে স্বাধীন রাজা; তিনি, সংসারের প্রলোভনকে তৃণজ্ঞান করিয়া সর্ব্বত্র অকুতোভয়ে বিচরণ করেন (১); তিনি মর্ত্ত্যলোকে আপনার জন্য স্বর্গের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন (২)। আর যিনি সেই তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তিনি চিরজীবনের জন্য দারিদ্র্য ও দাসত্বের বোঝা মাথায় করিয়াছেন;—

সা তৃষ্ণা চেৎ পরিত্যক্তা কো দরিদ্রঃ ক ঈশ্বরঃ।
তস্যাশ্চেৎ প্রসরো দত্তো দাস্যং চ শিরসি স্থিতম্॥

অনুবাদ,—

কে বা রাজা কে বা প্রজা? তৃষ্ণা যদি যায়,
তৃষ্ণাকে প্রশ্রয় দিলে দাসত্ব মাথায়।

(মিত্রলাভ, ১৯৬ শ্লোক)

অপি চ,—

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ ১৪৯॥
ধনলুব্ধো হ্যসন্তুষ্টোঽনিয়তাত্মাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বা এবাপদস্তস্য যস্য তুষ্টং ন মানসম্॥ ১৫০॥

---

(১) "তৃণং ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গস্তৃণং শূরস্য জীবিতম্।
জিতাক্ষস্য তৃণং নারী নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ"॥

ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট স্বর্গ তৃণতুল্য, বীরের নিকট জীবন তৃণতুল্য, জিতেন্দ্রিয়ের নিকট নারী তৃণতুল্য, এবং নিস্পৃহের নিকট জগৎ তৃণতুল্য। (বৃদ্ধ চাণক্য)

(২) ৪০ নং চাণক্য শ্লোক ও তাহার সংস্কৃত অনুবাদ দেখ,—

"অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে"।

"অভাবেও সদাই সন্তুষ্ট যাঁর মন,
মর্ত্ত্যেও স্বর্গের সুখ ভুঞ্জে সেই জন"।

সর্ব্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্।
উপানদ্গূঢ়পাদস্য নম্বু চর্ম্মাবৃতৈব ভূঃ ॥ ১৫১ ॥
সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্ ॥ ১৫২ ॥
তেনাঽধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
যেনাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতম্ ॥ ১৫৩ ॥
অসেবিতেশ্বরদ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথম্।
অনুক্তক্লীববচনং ধন্যং কস্যাঽপি জীবনম্ ॥ ১৫৪ ॥
ন যোজনশতং দূরং বাহ্যমানস্য তৃষ্ণয়া।
সন্তুষ্টস্য করপ্রাপ্তেঽপ্যর্থে ভবতি নাদরঃ ॥ ১৫৫ ॥

অনুবাদ,—

লোভেই সবার বুদ্ধি হয় বিচলিত,
লোভেই ঘটায় তৃষ্ণা জানিবে নিশ্চিত ;
একবার পড়ে যদি দারুণ তৃষ্ণায়,
ইহকালে পরকালে ঘোর দুঃখ পায়। ১৪৯।
ধনলোভী আর যেবা অসন্তুষ্ট হয়,
যাহার ইন্দ্রিয় মন আত্মবশে নয় ;
এ সংসারে আপদ বিপদ যত আছে,
সে সকল যায় সেই অভাগার কাছে। ১৫০।
সদাই সন্তোষপূর্ণ যাহার হৃদয়,
সকলি সম্পদ তার সকল সময় ;
চর্ম্মের পাদুকা যার পদতলে রয়,
তার পক্ষে সব স্থান হয় চর্ম্মময়। ১৫১।
সন্তোষ-অমৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা যে না জানে
শান্তিপূর্ণ তার মন যে আনন্দ পায়,
ধনলোভে অন্ধ যারা ঘুরে ঘুরে হয় সারা
হায়! তারা সে আনন্দ পাইবে কোথায়? । ১৫২ ।
সার্থক তাহারি বিদ্যা তাহারি সাধনা,
সম্মুখে বৈরাগ্য যার পশ্চাতে কামনা। ১৫৩।
যে জন ধনীর দ্বার সেবা নাহি করে,
বিরহ-দুঃখের মুখ যে কভু না হেরে ;

বদনে না সরে যার নিস্তেজ বচন,
ভুবনে তাহারি ধন্য জানিবে জীবন। ১৫৪।
তৃষ্ণায় বাহিত হোলে নাহি মানে দূর বোলে
শত শত যোজন সে জন,
সন্তুষ্ট যাহার মন তুচ্ছ করে সেই জন
হাতেও পাইলে বহু ধন। ১৫৫।

(মিত্রলাভ, ১১৯—১৫৫ শ্লোক)

১৩। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মাকে রক্ষা করিবে। কেন না,—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ।
তান্ নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতম্॥

অনুবাদ,—

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাহা কিছু বল!
জীবন থাকিলে লোক লভে সে সকল;
সে জীবন হারাইলে কি বা না হারায়?
সে জীবন থাকে যদি কি না রক্ষা পায়?।

(মিত্রলাভ, ৪৪ শ্লোক)

কিন্তু যদি পরোপকারের জন্য আত্মাকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতে অণুমাত্র দ্বিধা করিও না। জানিও যে,—একমাত্র পরোপকার দ্বারাই চতুর্ব্বর্গ-ফল লাভ করা যায়। অনিত্য ও অশুচি দেহের বিনিময়ে যাঁহার ভাগ্যে নিত্য ও নির্ম্মল যশ লাভ হয়, তাঁহার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কে আছে?—

ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥ ৪৫॥
যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিম্॥ ৪৬॥

অনুবাদ,—

পর-হিতে ধন প্রাণ যেই জন করে দান
তাহাকেই প্রাজ্ঞ বলি' জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এই ভবে এ জীবন নাহি রবে
সুকার্য্যে ত্যজিলে তার সার্থকতা হয়। ৪৫।

দিয়া এই মলাধার বিনশ্বর দেহ,
নিত্য নিরমল যশ লভে যদি কেহ ;
তবে সেই ভাগ্যবান্ তুচ্ছ ধন দিয়া,
অক্ষয় অমূল্য নিধি লইল কিনিয়া। ৪৯।

(মিত্রলাভ, ৪৫, ৪৯ শ্লোক)

পুনশ্চ,—

ভবেঽস্মিন্ পবনোদ্‌ভ্রান্তবীচিবিভ্রমভঙ্গুরে।
জায়তে পুণ্যযোগেন পরার্থে জীবিতব্যয়ঃ ॥

অনুবাদ,—

বাতাসে তরঙ্গলীলা সলিলে যেমন,
অনিত্য এ ভবলীলা জানিবে তেমন ;
যে করে অনিত্যদেহ পরহিতে দান,
সার্থক জীবন তার, সেই পুণ্যবান্।

(বিগ্রহ, ১৪৫ শ্লোক)

১৪। পুণ্য জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে দেহ ও মন পুলকিত হয়, সাধুসঙ্গে চরিত্র পবিত্র হয়, এবং ঈশ্বর-ভক্তি দ্বারা আত্মা ধৃতপাপ হয়। অতএব, গঙ্গাস্নান, সাধুসঙ্গ ও নারায়ণে ভক্তি, এই তিনটি, অসার সংসারে সার বলিয়া জানিও (১) ;—

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ ॥

অনুবাদ,—

নারায়ণে ভক্তি আর সাধু-সহবাস,
বিমল গঙ্গার জলে স্নান বার মাস ;
অসার সংসারমধ্যে এই তিন সার,
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠ সুখ কিবা আছে আর ?।

(মিত্রলাভ, ১৬২ শ্লোক)

১৫। মনুষ্যের যত প্রকার শুদ্ধি আছে, তন্মধ্যে ভাব-শুদ্ধিই

---

(১) শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষাই মনুষ্যের পূর্ণ শিক্ষা। এই তিন সার বস্তু দ্বারা সেই পূর্ণ শিক্ষার কথা বলা হইল।

প্রকৃত শুদ্ধি (১)। অন্য তীর্থে স্নান করিলে দেহ পূত হয় বটে, কিন্তু আত্মরূপ মহাতীর্থে অবগাহন না করিলে অন্তরাত্মা পূত হয় না;—

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাঽভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চাঽন্তরাত্মা॥

অনুবাদ,—

আত্মাই পবিত্র নদী, দম তার ঘাট,
সত্যই সলিল তার, শীল তার তট;
সকল জীবের প্রতি করুণা অপার,
তরঙ্গরূপেতে তাহে উঠে বারেবার;
সে নদীতে কর স্নান হে পাণ্ডু-তনয়!
অন্য জলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ নাহি হয়:

(সন্ধি, ৩০ শ্লোক)

১৬। দান, পুণ্যের প্রধান অঙ্গ। যে দান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের মধুময় উৎস হইতে উচ্ছলিত হয়, সেই সাত্ত্বিক দানই পুণ্যের অঙ্গ। যে গুণে জগদীশ্বর এই অনন্তকোটি জীবের পালন করিতেছেন; যাহার প্রভাবে জীবের জন্মমাত্র মাতৃস্তন হইতে

---

(১) শুদ্ধি দুই প্রকার,—বাহ্য-শুদ্ধি ও ভাব-শুদ্ধি। মৃত্তিকা গোময়, জল প্রভৃতি দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি হয়; সত্য, সংযম, দয়া, শীল ও ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আত্মার শুদ্ধিকে ভাব-শুদ্ধি বলে,—

"সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচং তু পঞ্চমম্॥
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাদ্যিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্"॥ (গারুড়ে)

ভাব-শুদ্ধিই পুরুষার্থসিদ্ধির মূল; এজন্য ভাব-শুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ,—

"অগ্নিহোত্রং বিনা বেদা ন চ দানং বিনা ক্রিয়া।
ন ভাবেন বিনা সিদ্ধিস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্॥
ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্"॥ (বৃদ্ধচাণক্য)

যেমন অগ্নিহোত্র বিনা বৈদিক অনুষ্ঠান হয় না, দান বিনা পুণ্যকর্ম্ম হয় না, তেমনি, ভাব অর্থাৎ আত্মার পবিত্র প্রেম বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ। কাষ্ঠ, পাষাণ, ধাতু ও মৃত্তিকা প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভাবেই ঈশ্বর বিদ্যমান। অতএব ভাবই শ্রেষ্ঠ।

অমৃতধারা নিঃসৃত হয় (১); যে গুণের প্রভাবে অনশন-মুমূর্ষু একটি প্রাণী আপনার মুখের অন্ন অন্যের মুখে প্রদান করে; যাহাতে স্বার্থরূপ আমিষের সংস্পর্শও নাই; তাহাকেই সত্ত্বগুণ বলে। অতএব, অভিমানের স্পর্শশূন্য হইয়া পরিশুদ্ধ হৃদয়ে সৎপাত্রে দান করিবে;—

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

অনুবাদ,—

যাহে নাই স্বার্থমাত্র যাহে দেশ কাল পাত্র
বিচার করিয়া দেখা হয়,
বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য জ্ঞান করি' যাহা কর দান
তাকেই সাত্ত্বিক দান কয়।
(মিত্রলাভ, ১৫ শ্লোক)

দরিদ্রই দানের পাত্র, আর কেহ নহে;—

মরুস্থল্যাং যথা বৃষ্টিঃ ক্ষুধার্ত্তে ভোজনং তথা।
দরিদ্রে দীয়তে দানং সফলং পাণ্ডুনন্দন!॥ ১৩॥
দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়! মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥ ১৪॥

অনুবাদ,—

মরুভূমে বৃষ্টিতুল্য ক্ষুধার্ত্তে ভোজন,
সার্থক দরিদ্রে দান হে পাণ্ডুনন্দন!। ১৩।
কুন্তীর নন্দন! কর হে! ভরণ
দীন দুঃখী যে সকল;
ঔষধে মঙ্গল রোগীর কেবল
সুস্থ জনে কিবা ফল?। ১৪।
(মিত্রলাভ, ১৩, ১৪ শ্লোক)

১৭। পরদুঃখই দয়ার আলম্বন। শিশুর কাতরস্বরে জননীর হৃদয় যেমন আর্দ্র হয়, এবং সেই শিশু মলমূত্রে লিপ্ত হইলেও

---

(১) গর্ভাচ্চ্যুতিতে জন্তৌ মাতুঃ প্রস্রবতঃ স্তনৌ।
যখনি জনমে জীব দেখ! এ ভুবনে,
দুগ্ধধারা বহে তার জননীর স্তনে।
(মিত্রলাভ, ১৮৮ শ্লোক)

জননী যেমন নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে ক্রোড়ে লয়েন, তেমনি দুঃখিতের কাতরস্বরে যাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয়, এবং সেই দুঃখিত প্রাণী অস্পৃশ্য হইলেও যিনি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহাকে বক্ষে ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত দয়ালু। অতএব, দয়া করিতে চণ্ডালের প্রতিও বিমুখ হইও না। যে, চণ্ডাল দেখিয়া মুখ ফিরায়, সে কর্ম্ম-চণ্ডাল। নির্দ্দয় ব্যক্তিকেই কর্ম্মচণ্ডাল বলে (১)। কর্ম্মচণ্ডালের ন্যায় অধম আর নাই;—

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।
ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি॥

অনুবাদ,—

অধম জনেও দয়া সাধুগণ করে,
চন্দ্র কি দেয় না আলো চণ্ডালের ঘরে?।

(হিতোপদেশ, ৬৩ শ্লোক)

১৮। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের উপজীব্য। প্রাণিগণ যেমন প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়াই প্রাণ ধারণ করে, তেমনি গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই, কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলেই জীবিত থাকে। সকলের উপজীব্য বলিয়াই, পণ্ডিতেরা এই আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া থাকেন (২)। মনুষ্যকে, সর্ব্ব-জীবের তৃপ্তিকামনায় অতি সংযতভাবে এই আশ্রমে প্রবেশ

---

(১) রামচন্দ্র, সীতার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াই আপনাকে 'কর্ম্মচণ্ডাল' বলিয়াছিলেন;—

"অপূর্ব্বকর্ম্মচণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্"॥

(উত্তররামচরিত)

(২) "যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥
স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ"॥

করিতে হয়। আতিথ্যই এই শ্রেষ্ঠ আশ্রমের শ্রেষ্ঠতম ব্রত। যিনি এই আতিথ্য-ব্রত প্রাণপণে পালন করিয়া থাকেন, তিনিই গৃহস্থ। যাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়, চিরশীতল ভাগীরথী-বক্ষের ন্যায় প্রাণিমাত্রেরই তাপ-শান্তির জন্য সদাই উন্মুক্ত থাকে, তিনিই গৃহস্থ। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, সকলকেই যিনি সমভাবে আশ্রয় দান করেন, তিনিই গৃহস্থ,—

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ॥ ৬০॥
উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥ ৬৫॥

অনুবাদ,—

পরম শত্রুও গৃহে হ'লে উপস্থিত,
অতিথি-সৎকার তার করিবে বিহিত ;
পাশে বসি' কাটুরিয়া করিছে ছেদন,
তবু তারে বৃক্ষ করে ছায়া বিতরণ॥ ৬০॥
নীচও আসিলে উচ্চ জাতির ভবনে,
তাহাকেও যথাবিধি পূজিবে যতনে ;
একমাত্র অতিথিই সর্ব্বদেবময়,
অতিথি-পূজায় সর্ব্বদেব-পূজা হয়। ৬৫।

(মিত্রলাভ, ৬০, ৬৫ শ্লোক)

অপিচ,—

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাম্ স উত্তমঃ সৎপুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা নাশাবিভিন্না বিমুখাঃ প্রযান্তি॥

অনুবাদ,—

এ ভুবনে একমাত্র শ্লাঘ্য সেই জন,
ধন্য পুণ্যবান্ সেই পুরুষরতন ;

"সর্ব্বেষামেব চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি॥
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্"॥
(মনু, ৩য় অধ্যায়, ৭৭, ৭৮, ৭৯, এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৮৯, ৯০ শ্লোক)

যার কাছে যাচক শরণাগত জনে,
আশায় আসিয়া নাহি ফিরে ভগ্নমনে।

(মিত্রলাভ, ২০১ শ্লোক)

গৃহীর হৃদয়ের প্রীতিই অতিথির তৃপ্তির কারণ (১)। অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেই আতিথ্য সম্পূর্ণ হয়। অভিমানে অতুল রাজ-ভোগ দান করিলেও অতিথিসৎকার হয় না; অথচ, শ্রদ্ধায় এক মুষ্টি শাকান্ন দান করিলেও অতিথিসৎকার হয়। অতিথিকে যদি শাকান্ন দিবারও সামর্থ্য না থাকে, তবে,—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

অনুবাদ,—

তৃণ, ভূমি, জল আর সূনৃত বচন,
ইহাও ত সাধু-গৃহে থাকে সর্ব্বক্ষণ।

(মিত্রলাভ, ৬১ শ্লোক)

১৯। আত্মার নীচতাই ভেদজ্ঞানের মূল। যেমন, অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে দৃষ্টিপাত করিলে, আর সম বিষম জ্ঞান হয় না, সকল পদার্থই সমতল দেখায়, তেমনি মোহভেদী উন্নত আত্মা হইতে এই জীবলোকে দৃষ্টিপাত করিলে, আর ভেদজ্ঞান হয় না, সকল জীবকেই সমান জ্ঞান হয়। যিনি সেই অভেদ-চক্ষে সমস্ত জীবকেই সমান প্রেমে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা (২);—

---

(১) আতিথেয়ী দ্রৌপদী, প্রীতিগুণেই শাকান্নের কণিকায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, এবং আতিথেয় বিদুর, প্রীতিগুণেই তণ্ডুল-কণায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

(২) "ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানম্ সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্"॥ (মোহমুদ্গর)

তুমি, আমি,—সর্ব্বঘটে একই ঈশ্বর,
তবে কেন বৃথা দ্বন্দ্ব কর পরস্পর;
সর্ব্বভূতে সর্ব্বমতে ছাড় ভেদজ্ঞান,
আত্মা-মধ্যে পরমাত্মা দেখ! বিদ্যমান।

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

অনুবাদ,—

আপনার পর ভাবে ক্ষুদ্রমতি নর,
মহাত্মার বিশ্বই আপন পরিবার।

(মিত্রলাভ, ৭২ শ্লোক)

২০। যদি ধর্ম্মপথে অবিচলিত থাক, তোমার অন্ন ভগবান্‌ই বিধান করিবেন ;—

যেন শুক্লীকৃতা হংসা শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি॥

অনুবাদ,—

শুক্লবর্ণে শোভে হংস যাঁহার কৃপায়,
অপূর্ব্ব হরিতবর্ণে শুক শোভা পায় ;
ময়ূরে করেন যিনি বিচিত্র-বরণ,
তাঁহারি কৃপায় হবে তোমার ভরণ।

(মিত্রলাভ, ১৮৯ শ্লোক)

২১। যাঁহার হৃদয় মধুময়, তাঁহার বদন হইতে মধুর বচনই নির্গত হয়। সুশীল মিষ্টভাষীর কেহ শত্রু নাই (১)। যিনি লোককে মিষ্টকথা ভিন্ন আর কিছুই বলিতে জানেন না, তিনিই 'অজাতশত্রু' ;—

কোঽতিভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥

অনুবাদ,—

সমর্থের কাছে কিবা আছে অতি ভার ?
ব্যবসায়ী যেই জন, দূর কিবা তার ?
কি আছে বিদেশ তার ? বিদ্বান্ যে হয়,
কেবা শত্রু তার ? যেই প্রিয়কথা কয়।

(সুহৃদ্ভেদ, ১১ শ্লোক)

---

(১) "শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ" ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম)।

প্রণয়-মধুর সান্ত্বনাবাক্যে সকল বিবাদ ভঞ্জন হয়। রাজ-নীতিশাস্ত্রে, 'সাম', 'দান', 'ভেদ', 'বিগ্রহ',—এই চারি উপায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু, সিদ্ধিলাভ, 'সাম' অর্থাৎ মিষ্টকথার উপর প্রতিষ্ঠিত ;—

যদ্যপ্যুপায়াশ্চত্বারো নির্দ্দিষ্টাঃ সাধ্যসাধনে।
সংখ্যামাত্রং ফলং তেষাং সিদ্ধিঃ সাম্নি ব্যবস্থিতা॥

অনুবাদ,—

সাম, দান, ভেদ, যুদ্ধ,–চারিটি কৌশল,
দান, ভেদ, যুদ্ধ, আছে নামেই কেবল ;
সর্ব্বকালে সাম সবে করিবে আশ্রয়,
সামেই সকল সিদ্ধি জানিবে নিশ্চয়।

(সন্ধি, ১০২ শ্লোক)

২২। যিনি পরের বেদনায় আত্মবেদনা অনুভব করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে স্বতই নিবৃত্ত হন। যিনি সর্ব্ব-হিংসা-নিবৃত্ত, তিনিই সাধুপুরুষ। অতএব, আত্মতুলনায় পরের কষ্ট ভাবিয়া দেখ, এবং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"—এই স্বর্গীয় অক্ষর কয়টি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখ (১) ;—

প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥ ১১॥
প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি॥ ১২॥

---

(১) "পরস্পরং বিবদমানানামপি প্রমাণশাস্ত্রাণাম্ অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যত্রৈকমত্যম্"—"প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা সকল শাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকার করে"।

(মিত্রলাভ, ৩৩পৃষ্ঠা)।

"অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানং চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ"॥

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৪৫ অধ্যায়)

"ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
সংগ্রহেণৈষ ধর্ম্মঃ স্যাৎ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে"॥

(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৩৮ অধ্যায়)

সর্ব্বহিংসানিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বংসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ,—

আমি ভালবাসি নিজ জীবন যেমনি,
অন্যে ভাল বাসে তার জীবন তেমনি ;
সাধুগণ এইরূপ আত্ম-তুলনায়
প্রকাশেন পরদুঃখে দয়া অতিশয়। ১১।
পর-চিত্তে সুখ কিম্বা দুঃখ-উৎপাদন,
পর প্রতি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় কথন ;
প্রত্যাখ্যান কিম্বা দান, কোনটি বিহিত,
আত্ম-তুলনায় তাহা বুঝিবে নিশ্চিত। ১২।
যাঁদের স্বভাবে নাহি থাকে হিংসা-লেশ,
আনন্দে সহেন যাঁরা সমুদয় ক্লেশ ;
সর্ব্বজীবে দেন যাঁরা যতনে আশ্রয়,
সেই সব মহাত্মার স্বর্গে গতি হয়। ৬৬।

(মিত্রলাভ, ১১, ১২, ৬৬ শ্লোক)

২৩। অধর্ম্ম দ্বারা যে অন্ন লাভ হয়, তাহা রাজভোগ হইলেও, বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর। কেন না, সে অন্নের সঙ্গে বহু বিঘ্ন, বহু বিপত্তি, বিস্তর শঙ্কা ও বিষম আত্মগ্লানি। এজন্য, তাহা রাজভোগ হইলেও, নরকভোগে পরিণত হয়। অতএব, যে অন্নে বিঘ্ন নাই, বিপত্তি নাই, শঙ্কা নাই, আত্মগ্লানি নাই, এবং যাহা প্রফুল্ল মনে ও প্রফুল্ল বদনে চিরদিন সমান উপভোগ করিতে পারিবে, সেই নিষ্পাপ অন্নই উপার্জ্জন কর। তাহা শাকান্ন হইলেও অমৃত (২)। শান্তিদেবী, রাবণের স্বর্ণপুরীতে বাস করেন না, বাল্মীকির পর্ণকুটীরেই তাঁহার অধিষ্ঠান ;—

---

(২) ভদ্রলোকের জীবিকার বিষয় মনু বলেন,—

"ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাম্ ॥
যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ ॥

পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎ সুখং যত্র নির্বৃতিঃ॥ ১৫৯॥
স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥ ৭০॥

অনুবাদ,—

নিরাপদে জলমাত্র যদি লাভ হয়,
আর যদি পরমান্নে থাকে নানা ভয়;
এ উভয় বিচারিয়া বুঝিনু নিশ্চয়,
তাহাই সুখের, যাহে মনে শান্তি হয়। ১৫৯।
অরণ্যে স্বভাব-জাত শাকেও যা ভরে,
সে পোড়া পেটের দায়ে পাপ কেন করে? ।৭০।

(মিত্রলাভ, ১৫৯, ৭০ শ্লোক)

২৪। ভিক্ষা করিয়া বা পরের গলগ্রহ হইয়া আত্মপোষণ করার ন্যায় অধম জীবিকা আর নাই। মনস্বী ব্যক্তি বরং প্রাণ-ত্যাগ করেন, তথাপি পরপিণ্ডে আত্মপোষণ করেন না;—

মনস্বী ম্রিয়তে কামং কার্পণ্যং নতু গচ্ছতি।
অপি নির্ব্বাণমায়াতি নাঽনলো যাতি শীততাম্॥ ১৪০॥
কুসুমস্তবকস্যেব দ্বে বৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
সর্ব্বেষাং মূর্দ্ধ্নি বা তিষ্ঠেদ্ বিশীর্য্যেত বনেঽথবা॥ ১৪১॥
বরং বিভবহীনেন প্রাণৈঃ সন্তর্পিতোঽনলঃ।
নোপচারপরিভ্রষ্টঃ কৃপণঃ প্রার্থিতো জনঃ॥ ১৪২॥

অধার্ম্মিকো নরো যোহি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥
ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্॥
অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলং তু বিনশ্যতি"॥ (মনু, ৪র্থ অধ্যায়)

জীবিকার জন্য কদাচ ঘৃণিত কার্য্য করিবে না, নিষ্পাপ সাধুজীবিকাই আশ্রয় করিবে। যে কর্ম্মে অন্তরাত্মার নির্ম্মল পরিতোষ জন্মে, তাহাই করিবে। অসদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া এ জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না। পাপিষ্ঠগণের বিষম পরিণাম দেখিয়া, প্রাণান্তেও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না। অধর্ম্ম দ্বারা আপাততঃ সমৃদ্ধি লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোগী পরাবসথশায়ী।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ ॥ ১৪৮ ॥

অনুবাদ,—

যতক্ষণ বাঁচে মানী দৈন্য না জানায়,
যতক্ষণ জলে অগ্নি তাপ কি হারায় ? । ১৪০ ।
যেই জন গুণবান্ তেজীয়ান্ অতি,
স্থগন্ধি পুষ্পের ন্যায় তার দুই গতি ;
হয় সে আদরে থাকে সবার মাথায়,
নয় সে বিজন বনে শুকাইয়া যায় । ১৪১ ।
অধম হৃদয়-শূন্য ধনীদের কাছে,
প্রার্থনা করিয়া তাহে যদি প্রাণ বাঁচে ;
তা হ'তে জানিবে ভাল বরঞ্চ মরণ,
জ্বলন্ত অনলে প্রাণ করি বিসর্জ্জন । ১৪২ ।
যেই জন চিরকাল রোগ ভোগ করে,
পরদেশে চিরকাল যেবা কাল হরে ;
পর-অন্ন চিরকাল যে করে ভোজন,
পর-গৃহে চিরকাল যে করে শয়ন ;
সে সবার বেঁচে থাকা, সেই ত মরণ,
আর যে মরণ, সেই বিশ্রাম-কারণ । ১৪৮ ।

(মিত্রলাভ, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৮ শ্লোক)

২৫ । অগ্নি-তাপে দ্রবীভূত হইয়া যেমন কাঞ্চনে কাঞ্চন মিশ্রিত হয়, প্রণয়ে দ্রবীভূত হইয়া তেমনি হৃদয়ে হৃদয় মিশ্রিত হয় । যথায় সেই সাধু মিত্রের সম্মিলন, তথায় স্বর্গের সৌন্দর্য্য বিরাজমান । যাঁহারা সেই দুর্লভ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, তাঁহাদের ন্যায় পুণ্যবান্ আর কে আছে ? যাহার দর্শনমাত্রেই সমস্ত অভাব দূরে যায়, সেই মিত্ররত্নের ন্যায় অমূল্য রত্ন আর কি আছে ? (১) ;—

---

(১) "অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ" ॥ (ভবভূতি)
কিছু যদি নাহি করে, শুধু কাছে রয়, তথাপি আনন্দে সব দুঃখ দূর হয় ;
অতএব জগতে যে যার প্রিয় জন, না জানি সে তার কিবা অমূল্য রতন ।।

যস্য মিত্রেণ সম্ভাষো যস্য মিত্রেণ সংস্থিতিঃ।
যস্য মিত্রেণ সংলাপস্ততো নাস্তীহ পুণ্যবান্॥ ৪০॥
ন মাতরি ন দারেষু ন সোদর্য্যে ন চাত্মজে।
বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং যাদৃঙ্ মিত্রে স্বভাবজে॥ ২২০॥
শোকারাতিভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্রম্ভভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ ২২৩॥
মিত্রং প্রীতিরসায়নং নয়নয়োরানন্দনং চেতসঃ
পাত্রং যৎ সুখদুঃখয়োঃ সহ ভবেন্মিত্রেণ তদ্ দুর্লভম্।
যে চান্যে সুহৃদঃ সমৃদ্ধিসময়ে দ্রব্যাভিলাষাকুলাঃ
তে সর্ব্বত্র মিলন্তি তত্ত্বনিকষগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ॥ ২২৪॥

অনুবাদ,—

প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা সম্ভাষণ,
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা আলাপন ;
প্রিয় বন্ধু সনে যার সদা অবস্থান,
তার তুল্য কে বা আর আছে পুণ্যবান্ ? । ৪০ ।
যার সনে অকৃত্রিম প্রণয়-বন্ধন,
সে জন যেমন হয় বিশ্বাস-ভাজন ;
জননী, গৃহিণী আর সোদর, তনয়,
তেমন বিশ্বাসপাত্র কেহই ত নয়। ২২০।
বিশ্বাসে প্রণয়ে যায় হৃদয় ভরিয়া,
শোক দুঃখ শত্রুভয় যায় পলাইয়া ;
'মিত্র'-এ অমৃতময় দুইটি অক্ষর,
আহা ! কে আনিল ইহা ভবের ভিতর ? । ২২৩ ।
যে জন অমৃতময় নেত্রের অঞ্জন,
যে জন আনন্দময় হৃদয়-নন্দন ;
সুখে সুখী দুখে দুখী সদা সেই জন,
জানিবে দুর্লভ ভবে সে মিত্র-রতন ;
মিলিবে অনেক, যারা সম্পদ-সময়,
কেবল স্বার্থের তরে আসি' মিত্র হয় ;
নিকষে পরীক্ষা হয় স্বর্ণের যেমন,
বিপদে প্রকৃত মিত্র চিনিবে তেমন। ২২৪ ।

(মিত্রলাভ, ৪০, ২২০, ২২৩, ২২৪ শ্লোক)

২৬। পঞ্চভূতের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে ভৌতিক পিণ্ডের অনুক্ষণ রূপান্তর ঘটিতেছে। ইহাই সংসারের প্রকৃতি। মূঢ় লোকে ইহা না বুঝিয়াই শোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু, পণ্ডিতের নিকট সকলি সুপ্রকাশ। তিনি সংসারের স্বরূপ বুঝিয়া শোকসাগর উত্তীর্ণ হয়েন। তাঁহার আত্মা মোহ-তিমির ভেদ করিয়া নিত্যানন্দময় জ্ঞানালোক উপভোগ করে;—

শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ (মিত্রলাভ, ২ শ্লোক)
নাঽপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎস্বপি ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ (মিত্রলাভ, ১৭৯ শ্লোক)
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো মুহ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥ (সন্ধি, ৭১ শ্লোক)

অনুবাদ,—

সহস্র সহস্র শোক, শত শত ভয়,
মূঢ়েই প্রবেশে নিত্য, জ্ঞানী সুখে রয়।
অলভ্য বিষয়ে যেই না করে বাসনা,
বিনষ্ট বিষয়ে যেই না করে শোচনা;
বিপদেও যেই জন মুগ্ধ নাহি হয়,
প্রকৃত পণ্ডিত সেই জানিবে নিশ্চয়।
জীবন, যৌবন, রূপ, বিষয়, বৈভব,
প্রিয়জন-সহবাস, অনিত্য এ সব;
প্রকৃতির এই গতি যে জন বুঝিবে,
সে কভু বিয়োগ-শোকে মুগ্ধ না হইবে।

অপি চ,—

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥ ৭২ ॥
যথা হি পথিকঃ কশ্চিৎ ছায়ামাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।
বিশ্রম্য চ পুনর্গচ্ছেৎ তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥ ৭৩ ॥
পঞ্চভির্নির্ম্মিতে কায়ে পঞ্চত্বং চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনুপ্রাপ্তে কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৭৪ ॥

নাহংযমত্যন্তসংবাসো লভ্যতে যেন কেনচিৎ।
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ১৬ ॥
ব্রজন্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং সদা রাত্র্যহনী তথা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ,—

সংসার অনন্ত মহাসাগরের প্রায়,
কাষ্ঠসম জীব যত ভাসিতেছে তায় ;
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঠেকাঠেকি সমুদ্রে যেমন,
জীবে জীবে দেখাদেখি সংসারে তেমন ;
ক্ষণমাত্র এ মিলন দৈবঘটনায়,
আবার কালের স্রোতে কে কোথায় যায়। ১২।
যেমন পথিকগণ এক তরু-তলে,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' পুনরায় চলে ;
তেমনি জানিবে এই ভবের ভিতরে,
পরস্পরে দেখাশুনা কিছুক্ষণ তরে। ১৩।
পাঁচেই নির্ম্মিত দেহ পাঁচেই মিশায়,
তবে কেন তার তরে করে হায় হায় ?। ১৪।
আপনারি দেহ দেখ! আপনারি নয়,
কিছু দিন পরে তার অবশ্য বিলয় ;
তবে কেন পর-দেহ হইবে আপন ?
চিরস্থায়ী নহে কিছু, সকলি স্বপন। ১৬।
তটিনীর খরতর প্রবাহ যেমতি,
অহোরাত্র বহিতেছে অবিরাম গতি ;
তেমতি জীবের আয়ু সঙ্গেতে লইয়া,
অনন্ত কালের স্রোত চলিছে বহিয়া। ১৭।

(নাজি)

২৭। ভগবান্ অনন্তদেব, যে কল্যাণময়ী মহাশক্তির প্রভাবে অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, তাহাকে ধর্ম্ম বলে(১)।

---

(১) "নমো ধর্ম্মায় মহতে ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ"। ইত্যাদি।
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৩৭ অধ্যায়)।

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে" ॥
(মহাভারত, রাজধর্ম্ম ১০৯ অধ্যায়)।

সেই বিশ্বম্ভর ধর্ম্মের অপর নাম সত্য (১)। সত্য, স্বয়ং 'সৎ' অর্থাৎ সর্ব্বকাল অদ্বৈতভাবে বিদ্যমান। সত্যের বিকার নাই, ব্যভিচার নাই। প্রলয়কালের শত শত কালরাত্রিও সত্য-জ্যোতি বিলুপ্ত করিতে পারে না ;—

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।
ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যৎ ছলমভ্যুপৈতি॥

অনুবাদ.—

সভা নহে তাহা, যথা বৃদ্ধ নাহি রয়,
বৃদ্ধ নহে সেই, যেবা ধর্ম্ম নাহি কয় ;

---

(১) প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে,—'ধর্ম্ম' ও 'সত্য' একই পদার্থ। এজন্য, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ধর্ম্মের যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন ; ধর্ম্মের যে যে উপাদান স্থির করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই উপাদান স্থির করিয়াছেন ; ধর্ম্মের যে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ধর্ম্মকে যে আকারে যে ভাবে দেখিয়াছেন, সত্যকেও সেই আকারে সেই ভাবে দেখিয়াছেন ;—

"সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি॥
অনৃতং তমসো রূপং তমসা নীয়তে হ্যধঃ।
তমোগ্রস্তা ন পশ্যন্তি প্রকাশং তমসাবৃতাঃ॥
স্বর্গঃ প্রকাশইত্যাহুর্নরকং তম এব চ।
সত্যানৃতং তদুভয়ং প্রাপ্যতে জগতীচরৈঃ॥
রাহুগ্রস্তস্য সোমস্য যথা জ্যোৎস্না ন ভাসতে।
তথা তমোঽভিভূতানাং ভূতানাং নশ্যতে সুখম্"॥

তত্র যৎ সত্যং স ধর্ম্মো যো ধর্ম্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশস্তৎ সুখমিতি। তত্র যদনৃতং সোঽধর্ম্মো যোঽধর্ম্মস্তৎ তমো যৎ তমস্তৎ দুঃখমিতি"।

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম, ১৯০ অধ্যায়)।

অর্থাৎ,—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্তা। আত্মা, সত্য দ্বারাই জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গমধ্যে নীত হয়। তমই অসত্যের মূর্ত্তি। আত্মা, তমোগ্রস্ত হইয়া অধোগামী হইতে থাকে। চন্দ্র, রাহুগ্রস্ত হইলে, যেমন তাহা হইতে জ্যোৎস্না প্রকাশ পায় না, আত্মা তমোগ্রস্ত হইলেও, তাহা হইতে আনন্দময় সত্য-জ্যোতি প্রকাশ পায় না। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম ; যাহা ধর্ম্ম, তাহাই প্রকাশ ; যাহা প্রকাশ, তাহাই স্বর্গ, এবং যাহা স্বর্গ, তাহাই সুখ। যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম ; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই তম ; যাহা তম, তাহাই নরক, এবং যাহা নরক, তাহাই দুঃখ। অতএব, 'ধর্ম্ম' ও 'সত্য'—একাত্মা, অভিন্ন মঙ্গলময় পদার্থ ; কেবল নামমাত্রে ভেদ।

ধর্ম্ম নহে তাহা, যাহে সত্য নাহি রয়,
বিকৃতি ঘটয়ে যার, সত্য তাহা নয়।

(বিদুর, ৬৭ শ্লোক)

অপিচ,—

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ।
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥

অনুবাদ,—

বিদ্যার সমান আর নাহিক নয়ন,
সত্যের সমান নাই তপের সাধন;
রাগের সমান দুঃখ আর কিছু নাই,
ত্যাগের সমান সুখ দেখিতে না পাই:

(মিজলাত, ৭০ পৃষ্ঠা)

অপিচ,—

অশ্বমেধসহস্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেবাঽতিরিচ্যতে॥

অনুবাদ,—

দশ শত অশ্বমেধ এক দিকে দিয়া,
অন্য দিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া;
প্রজাপতি তুলাদণ্ড ধরিয়া দেখিল,
সত্যের গুরুত্ব তাহে অধিক হইল।

(সন্ধি, ১৩৬ শ্লোক)

২৮। সহস্র সহস্র চেষ্টা করিয়াও কেহ কখনও গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি গুণের অপলাপ করিতে চেষ্টা করে, সে, গুণের অণুমাত্র অপলাপ না করিয়া, নিজেরই নীচতার পরিচয় দেয়। "শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ"—অগ্নি যেমন তৃণকাষ্ঠ ভেদ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, গুণও তেমনি অপলাপকারীর সমস্ত কুহক ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত হয়;—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
ক্রয়বিক্রয়বেলায়াং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥ ৬৬।
মুকুটে রোপিতঃ কাচশ্চরণাভরণে মণিঃ।
নহি দোষো মণেরস্তি কিন্তু সাধোরবিজ্ঞতা॥ ৭২॥

কদর্থিতস্যাপি চ ধৈর্য্যবৃত্তের্বুদ্ধের্বিনাশো নহি শঙ্কনীয়ঃ।
অধঃকৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ,—

মণি যদি করে কেহ চরণে দলন,
আর যদি কাচে করে মস্তকে ধারণ ;
ক্রয় বিক্রয়ের বেলা জানিবে নিশ্চয়,
কাচ কাচ গণ্য হয়, মণি মণি হয়। ৬৬।
মুকুট-উপরে কাচে করিলে স্থাপন,
করিলে অমূল্য মণি পদের ভূষণ ;
মণির তাহাতে কিছু হানি নাহি হয়,
যে করে স্থাপন তারে মূর্খ সবে কয়। ৭২।
খাঁট করি' রাখিলেও ধীরবুদ্ধি জনে,
বুদ্ধি তার খাঁট হয়, না ভাবিও মনে ;
নীচু করি' ধর যদি দীপ্ত হুতাশন,
শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন। ৬৭।

(নিত্রণাস্ত, ৬৬, ৬৭, ৭২ শ্লোক)

২৯। যে ব্যক্তি যৌবনে পরিণাম না ভাবিয়া কার্য্য করে, সে নিজ বৃদ্ধবয়সের জন্য স্বহস্তেই তুষানলের আয়োজন করে। কেন না, শেষে অনুতাপরূপ কঠোর তুষানলে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহার পাপের অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই ;—

অর্থাঃ পাদরজোপমা গিরিনদীবেগোপমং যৌবনম্
মানুষ্যং জললোলবিন্দুচপলং ফেনোপমং জীবনম্।
ধর্ম্মং যো ন করোতি নিশ্চলমতিঃ স্বর্গার্গলোদ্ঘাটনম্
পশ্চাত্তাপহতো জরাপরিণতঃ শোকাগ্নিনা দহ্যতে ॥

অনুবাদ,—

পায়ের ধূলার ন্যায় বিভব সকল,
নদীর স্রোতের ন্যায় যৌবন চঞ্চল ;
ক্ষণিক মনুষ্যদশা জলবিম্ব প্রায়,
জীবন ফেনের ন্যায় মিলাইয়া যায় ;
ধর্ম্মই অক্ষয় স্বর্গ-সুখের সাধন,
প্রাণপণে যে না করে তার আরাধন ;

৪১৫ ৪১৫

যুদ্ধকালে হয় তার অনুতাপ সার,
নিদারুণ শোকানল দহে অনিবার।
(মিত্রলাভ, ১৬৩ শ্লোক)

৩০। নির্ম্মল আত্মাই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন (১), তিনি বনেই গমন করুন, আর গৃহেই অবস্থান করুন, সকল স্থানই তাঁহার পক্ষে পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে সকলি সুবর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শে সকলি তপোবন হয় ;—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥ ৮৭ ॥
দুঃখিতোঽপি চরেদ্ধর্ম্মং যত্র কুত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ,—

এ ভবে ইন্দ্রিয়-জয় নাহি হয় যার,
বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার ;
আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়,
গৃহেও থাকিয়া তার তপ সিদ্ধ হয় ;
বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,
গৃহই তাহার পক্ষে হয় তপোবন। ৮৭।
অশেষ ক্লেশের ভার করিয়া বহন,
যে কোনো আশ্রমে ধর্ম্ম করিবে সাধন ;
ভেকধারী হইলেই ধর্ম্ম নাহি হয়,
সর্ব্বভূতে সমতাই ধর্ম্ম-পরিচয়। ৮৮।
(মিত্রলাভ, ৮৭, ৮৮ শ্লোক)

৩১। দুই দিনের বন্ধুকে পাইয়া চিরদিনের সখাকে বিস্মৃত হইও না। ধন, জন, জীবন ও যৌবন, কিছুই চিরদিনের স[খা] নহে ; ধর্ম্মই অনন্তকালের সখা (২) ;—

---

(১) 'সর্ব্বত্র সমদর্শন',—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি।

(২) মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২ শ্লোক যথা,—
"নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥
বাতাভ্রবিভ্রমমিদং বসুধাধিপত্যমাপাতমাত্রমধুরো বিষয়োপভোগঃ।
প্রাণাস্তৃণাগ্রজলবিন্দুসমা নরাণাং ধর্ম্মঃ সখা পরমহো পরলোকযানে ॥

অনুবাদ—

একমাত্র ধর্ম্মই কেবল বন্ধু জন,
যে হয় সঙ্গের সাথী হ'লেও মরণ ;
আর দেখ ! যাহা কিছু আছে এ ধরায়,
শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সব লয় পায়।
বায়ুবেগে বিতাড়িত বারিদ যেমন,
বসুধার এ ঐশ্বর্য্য অস্থির তেমন ;
উপভোগে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ হয়,
কিন্তু পরিণামে তাহা হয় বিষময় ;
তৃণাগ্রে বারির ন্যায় জীবন চঞ্চল,
পরলোকে সহচর ধর্ম্মই কেবল।

(মিত্রলাভ, ৬৭ ; সন্ধি, ১০৪ শ্লোক)

প্রশ্ন। "কো ধর্ম্মঃ" ?—ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উত্তর। "ভূতদয়া"—সর্ব্বভূতে দয়া। (১)

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব হি লীয়তে।
একোঽনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেকএব চ দুষ্কৃতম্ ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহ [illegible] তমস্তরতি দুস্তরম্" ॥

(১) কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ ॥

সেই ধর্ম্ম, সর্ব্বভূতে যদি দয়া রয়,
সেই সুখ, যদি জীব ব্যাধিশূন্য হয় ;
সেই স্নেহ, সর্ব্বজীবে সমান প্রণয়,
সেই ত পাণ্ডিত্য, হিতাহিতের নির্ণয়।

(মিত্রলাভ, ১৫৬ শ্লোক)